ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■9 March, 2019 ■আগরতলা, ৯ মার্চ, ২০২০ ইং ■২৫ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার নয়াদিল্লীতে নারী শক্তি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

আর্থিক তছরুপের দায়ে গ্রেফতার ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুর

মুম্বই, ৮ মার্চ (হি.স.) : তিনদিনের ইডি হেফাজতে আর্থিক তছরুপের দায়ে গ্রেফতার ইয়েস ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুর। রবিবার গ্রেফতারের পরই তাকে আদালতে তোলা হয়েল মুম্বইয়ের আদালত ১১ মার্চ পর্যন্ত তাকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) -এর হেফাজতে পাঠান।

দীর্ঘ জেরার পর আর্থিক কেলেঙ্কারি ও বিদেশে বেআইনি টাকা পাচারের অভিযোগে ইয়েস ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরকে গ্রেফতার করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শনিবারই তাঁকে ইয়েস ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রানা কাপুরকে নিয়ে আসা হয় ইডি-র অফিসে। মুম্বইয়ে বেলার্ড এস্টেটের ইডি-র দফতরে টানা ২০ ঘণ্টা চলে জেরা। তারপর গ্রেফতার করা হয়েছে রানা কাপুরকে। গ্রেফতারের পর রবিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। রাণা কাপুরকে তিনদিনের ইডি হেফাজতে পাঠায় মুম্বইয়ের আদালত। ১১ মার্চ পর্যন্ত তাঁকে হেফাজতে পেয়েছে

তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে অসহযোগিতা এবং আর্থিক তছরুপের অভিযোগেই ইয়েস ব্যাঙ্কের এই প্রতিষ্ঠাতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রানার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রানা কাপুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এমন বেশ কিছু সংস্থাকে লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যেগুলো ঋণের ভারে জর্জরিত। ঋণ শোধ না হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেবল রানার অঙ্গুলি হেলনেই ওই সংস্থাগুলিকে লোন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রানা কাপুরের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার সঙ্গে যোগ রয়েছে দেওয়ান হাউসিং ফিনান্স কর্পোরেশন কেলেঙ্কারি।

শুক্রবার রাত থেকেই রাণার ওরলি-র বাড়ি 'সমুদ্র ভবন'-এ তল্লাশি শুরু করে। রাতভর তল্লাশির পরে ইডি-কর্তারা জানতে পারেন, দেওয়ান হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (ডিএইচএফএল)-এর মালিক ধীরজ ওয়াধাবনের সংস্থা আর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়ীতে ফরেস্ট রেঞ্জারের বিরুদ্ধে আর্থিক ঘোটালার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ মার্চ।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসার শুভঙ্কর বিশ্বাসের মদতে চলছে লুটের রাজত্ব। শুভঙ্কর বাবু প্রতিনিয়ত নানানভাবে বনদস্যুদের পরোক্ষভাবে সহায়তা করছেবলে অভিযোগ।

প্রতিনিয়ত বনদস্যুদের কাছথেকে প্রচুর পরিমানে অর্থপেয়ে থাকেন রেঞ্জারবাবু। অপরদিক কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের আওতায় রোডসাইড প্লেন্টেশানের নাম করে প্রচুর অর্থ আত্মসাত করে নিয়েছে রেঞ্জার বাবু এমনটাই অভিযোগ। বর্তমানে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের আওতায় রোডসাইড প্লেন্টেশানের গাছগুলি পরিচর্চার অভাবে ধ্বংস হয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ এডহক শিক্ষকদের গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। পশ্চিম জেলার তিনটি সাব ডিভিশনের অন্তর্গত ১০,৩২৩ এডহক শিক্ষকদের নিয়ে সভা কৃষ্ণনগরস্থিত টিআরটিসি হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১০,৩২৩ এডহক পে শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের কমল দে জানান আগামী ২৬ই মার্চ ১০, ৩২৩ শিক্ষকদের মামলাটি আদালতে শুনানী হবে। তাছাড়া আগামী ৯ই মার্চ আগরতলার রবীন্দ্রশত বার্ষিকী ভবনে রাজ্যব্যাপী যে কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছে সেই ব্যাপারে এই সভায় আলোচনা হয়েছে। কমল দে জানান রাজ্য সরকারকে পাশে নিয়েই আগামী ১৬ই সংগঠনটি ২৪ ঘণ্টার গণ অবস্থানে যাচ্ছে।

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় হত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। রাজধানী যোগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় ট্রিপারের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক হকারের। তার নাম ননীগোপাল রায়। বাড়ি জগহরি মুড়া। দমকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবত এই এলাকায় একটি ট্রাফিক পয়েন্ট এবং একটি স্পীড বেকারের দাবি স্থানীয় জনগণ করে আসলেও আজ অব্দি তার ব্যবস্থা হয়নি। ফলে মাটি নিয়ে যাওয়া ট্রিপার থেকে শুরু করে মোটর সাইকেল সকল গাড়ি খুব দ্রুত গতিতে চলাচল করে তাই অঞ্চলটিতে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে পথচারীরা বলে জানালেন এলাকাবাসী।

এদিকে, সড়ক দূর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুরের ধ্বজনগরে ডনবসকো স্কুলের সামনে। নিহত যুবকের নাম ধীরাপদ চাকমা। তিনি গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের ক্লার্ক। তাঁর বাড়ি শিলাছড়ীতে। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে। একটি বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় তিনি বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান। তাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। এদিকে আর কে পুর থানার পুলিশ দূর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে। ঘাতক গাড়িটিকে সনাক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

আত্মঘাতী হামলার ছক বানচাল দিল্লিতে গ্রেফতার জঙ্গি দম্পতি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.)।। বড়সড় আত্মঘাতী হামলার ছক বানচাল করে ইসলামিক স্টেট বা আইসিস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এক কাশ্মীরি দম্পতিকে ধরল দক্ষিণ দিল্লির পুলিশ। ধৃতরা হল জাহানজেব সামি ও তার স্ত্রী হিনা বাসির বেগ। রবিবার সকালে তাদের জামিয়া নগর থেকে ধরা হয়।

দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা ওই দম্পতি কয়েকমাস আগে আফগানিস্তান থেকে ফিরেছিল। সেখানকার খোরাসান প্রদেশে থাকা আইএসআইএস জঙ্গিদের সঙ্গে নাশকতা ছড়ানোর কাজ করত। কয়েকমাস আগে দিল্লিতে এসে ওখলা বিধানসভার অন্তর্গত জামিয়া নগরে আশ্রয় নেয় তারা। এরপর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হলে তাতে যোগ দিয়ে সাধারণ মানুষকে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। মুসলিম যুবক-যুবতীদের ভুল বুঝিয়ে হিংসা ছড়াতে উৎসাহিত করে। তাদের আশ্রয়স্থলের কাছে থাকা জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পড়ুয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রভাবিত করে। সম্প্রতি কিছু যুবক-যুবতীকে উসকানি দিয়ে দিল্লিতে আত্মঘাতী হামলা চালানোর ছক কষছিল। কিন্তু, সেই পরিকল্পনা আর সফল হল না। তার আগেই দিল্লি পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হল ওই সন্ত্রাসী দম্পতিকে।

গ্রেফতারের কারণ হিসেবে পুলিশ জানিয়েছে, ওই দম্পতির বিরুদ্ধে বেশ কিছু স্পর্শকাতর কাজকর্মে জড়িত থাকার খোঁজ মিলেছে। দিল্লিতে আসার পর একটি বেসরকারি একটি কোম্পানি চাকরি নিয়েছিল সামি। মহিলা আর পড়ুয়াদের উসকে হিংসা ছড়ানোর চেষ্টা করছিল তার স্ত্রী। এর জন্য দু'জনে মিলে 'ভারতীয় মুসলিম ঐক্য' নামে একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মও তৈরি করে। আর তার সাহায্যে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ও জাতীয় নাগরিক পঞ্জির বিরোধিতা আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি হিংসা ছড়ানোরও কাজ চালাচ্ছিল।

পর্যটনের বিকাশে রাজ্যকে সবরকম সহযোগিতা করবে কেন্দ্র ঃ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। ভারত-বাংলাদেশ পর্যটন উৎসব আগামী বছর থেকে জাতীয় সাংস্কৃতিক ক্যালেণ্ডারে অন্তর্ভর্ক্ত করা হবে। আজ রাজভবনের কনফারেন্স হলে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার উপর এক সভায় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্ক'তি প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল একথা জানান।

সভায় তিনি বলেন, ত্রিপুরায় পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যে পর্যটকদের আগমনের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। এটা একটা ইতিবাচক দিক। তাই রাজ্যের পর্যটনের বিকাশে যে সমস্ত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা দ্রত সম্পন্ন করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে তিনি ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আধিকারিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভায় তিনি রাজ্যের মাতাবাড়ির ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সহ বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। সভায় তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে। সভায় রাজ্যপাল রমেশ বৈস প্রখ্যাত সংগীত পরিচালক আর ডি বর্মণের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য প্রস্তাব দেন।

তাছাড়াও রাজ্যপাল রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের যে সমস্ত কাজ অর্ধসমাপ্ত রয়েছে তা দ্রত শেষ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাপূজার আগেই বিমানবন্দরের নতুন টার্মিলাল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। দুর্গাপূজার আগেই এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন হয়ে যাবে। রবিবার এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার পূর্বোত্তরের রিজিওন্যাল ডিরেক্টর সঞ্জিব জিন্দাল একথা জানান।

এদিন তিনি এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখতে আসেন। সেই সাথে বিমানবন্দরে নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানেও যোগ দেন তিনি। শ্রীজিন্দাল জানিয়েছেন, নতুন টার্মিনাল ভবনে অত্যাধুনিক সমস্ত সুযোগ সুবিধা থাকবে। এই টার্মিনাল ভবনের জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হয়েছিল। বর্তমানে যে সংখ্যক যাত্রী প্রতিদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনজীবীর মৃত্যুর প্রতিবাদে মিছিল মায়ের পাশে থাকার আশ্বাস মন্ত্রীর

আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়ের মৃত্যুর প্রতিবাদে রাজপথে মিছিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। তরুণ আইনজীবী ভাস্কর দেবরায় মৃত্যুতে শোকাহত আইনজীবী মহল। রবিবার আগরতলায় একটি মোমবাতি মিছিল সংগঠিত করেছেন আইনজীবীরা। বরিষ্ঠ আইনজীবী পুরোষুত্তম রায়বর্মণ এদিন অভিযোগ করেছেন পূর্ব থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন পুলিশ ভাস্কর দেবরায়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করার পর উদ্ধার হওয়া মোবাইলে ভাস্কর দেবরায়ের বন্ধুরা ফোন করেছিল বারবার। একবারও ফোন রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করেনি। তাছাড়া, ভাস্করের বাড়িতে খবর পাঠানোর মতো কোন উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। ভাস্কর দেবরায়ের মৃত্যুর জন্য কোন অংশেই প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না বলে দাবি করেন শ্রীরায়বর্মন। এদিকে, এদিন মৃত আইনজীবীর বাড়িতে যান আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি প্রয়াতের মায়ের সাথে কথা বলেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

ছুটি

দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে আজ সোমবার জাগরণ এর কর্মীদের ছুটি। তাই মঙ্গলবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ৩ জন, ভারতে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৯

।। মনির হোসেন।। ঢাকা, ৮ মার্চ।। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩ জনের শরীরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। রবিবার এ দুঃসংবাদ দিয়েছেন সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর পরিচালক মীরজাদী সেব্রিনা ফোরা।

তিনি জানিয়েছেন, বাংলাদেশেও তিন জন করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোগী শনাক্ত হয়েছে। কোভিড-১৯ আক্রান্ত এই তিন ব্যক্তির মধ্যে দুজন ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন। এদের মধ্যে দুজন পুরুষ, অপরজন নারী। সাধারণ তবে মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন। আইইডিসিআর এর নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক। ফোরা আরো জানান, ইতালি থেকে আসা দুজন ভিন্ন পরিবারের সদস্য। আক্রান্ত হয়েছেন। জ্বর ও কাশি নিয়ে এই তিন ব্যক্তি আই ই ডি সি আরে যোগাযোগ করে। গত ২৪ ঘন্টায় তাদের নমুনা পরীা করা হয়। পরীায় তারা পজিটিভ প্রমাণিত হন। তাদের বয়স ২০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। এছাড়াও আরও দুই ব্যক্তিকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে। তাদের বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এজন্য সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন।

তবে তাদের একজন বাসায় আসার পর সে বাসাতেও একজন নারী

তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত তিনজন আক্রান্ত হয়েছে। এতে করে সারা বাংলাদেশে এ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে এমন কিছু বলা যাবে না। স্কুল-কলেজ বন্ধ করার প্রয়োজন নেই। জনসমাগমের মধ্যে না যেতে পরামর্শ দেবো, বাসাতে থাকাই ভালো। তাদের শনাক্ত করা যায় এমন কিছু প্রশ্ন না করার আহ্বান জানান তিনি। করণীয় বলতে গিয়ে তিনি বলেন, সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া ও কাশি শিষ্টাচার মেনে চলার বিকল্প নেই। এজন্য গণমাধ্যমসহ দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১৫০ ◘ ৯ মার্চ ২০২০ইং ◘ ২৫ ফাল্গুন ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নীতি নহে সুবিধাবাদই প্রকট

ত্রিপুরা হাইকোর্ট বার নির্বাচনে জোটের চাইতে ব্যক্তি পছন্দই প্রাধান্য পাইয়াছে। অন্তত ফলাফল তাই বলিয়া দিতেছে। আগরতলা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচন ক্ষমতাসীন দলকে চূড়ান্ত বিড়ম্বনায় ফেলিয়া দিয়াছিল। তাই হাইকোর্ট বার নির্বাচনে ভাল জয়ের জন্য আপ্রাণ লড়িয়াছে শাসক দল। এই জন্য একজন হেভিওয়েট মহামন্ত্রীও প্রাণপাত কাজ করিয়াছেন। তবু হাইকোর্ট বার নিজেদের কব্জায় নিতে পারে নাই বিজেপি। তবে, কংগ্রেস সিপিএম জোটও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ হারাইয়াছে। সভাপতি ও সম্পাদক পদই একটি এসোসিয়েশনের প্রধান কর্মকর্তা যে দুটি পাইয়াছে বিরোধী জোট। কিন্তু, সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই সভাপতি ও সম্পাদককে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। সেখানে বিজেপি ৭টি পদ পাইয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিরোধী জোট পাইয়াছে ছয়টি। যুগ্মভাবে বিজয় হাসিল করে উভয় শিবিরই। এই হাইকোর্ট বারের নির্বাচনে বিরোধী ও বিজেপি প্রার্থীরা ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে ভোট পাইয়াছে। বিরোধী জোটকে প্রধান দুই পদে জয়ী করিয়া সেই ভোটাররাই অন্য পদে বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দিয়াছে। হিসাবে তো ইহা স্পষ্ট। আর নির্বাচনী ফলাফলে 'সুবিধাবাদী' মানসিকতাই কাজ করিয়াছে বলা যাইতে পারে। ভোটারদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা লক্ষ্য করা গিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে এই নির্বাচনের বার্তা অস্পষ্ট বা সুবিধাবাদী। নিজ নিজ দলের প্রতি অবিচল নহে। ইহাকে সুবিধাবাদী অবস্থান বলিলে বোধহয় ভুল বলা হইবে না।

ত্রিপুরা বারের নির্বাচনে স্পষ্ট রায় ঘোষিত হইয়াছে। সেখানে জয় পাইয়াছে বিরোধী জোট। সেখানে স্পষ্ট বার্তা রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, হাইকোর্ট বারের নির্বাচন নিয়া কোনও শিবিরই বিপুল জয়ের বার্তা দিতে পারিবে না। এই নির্বাচন রাজ্যবাসীকে কি সেই 'সুবিধাবাদী' বার্তাই দিয়া গেল? এডিসি নির্বাচন নিয়া রাজ্যের রাজনীতি এখনও তেমন উত্তপ্ত না হইলেও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তৎপরতা শুরু হইয়াছে। বারের নির্বাচনের মতো ছোটখাটো নির্বাচনের প্রভাব কম বেশী তো পড়িবার কথা। কিন্তু, এই বার্তা কি রাজ্যের মানুষ সামান্যও প্রভাবিত হইবে? না, এই নির্বাচনী ফলাফল রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে আছড়াইয়া পড়িবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। বারের রাজনীতি আর রাজ্যের রাজনীতি এক নহে। বারের ভোটাররা অনেক বেশী সচেতন প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে সেখানেই সুবিধাবাদীদের খেলা বেশী হয়। কিন্তু, সাধারণ নির্বাচনে গ্রাম পাহাড়ের মানুষ যদি ভোট দিতে পারে সেখানে নিজ সিদ্ধান্তেই অবিচল থাকে। তবু, অভিযোগ থাকে যে, টাকা পয়সা ও নানা প্রলোভন দিয়া গরীব ভোটারদের ভোট কিনিয়া লয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশ্যে ভোটারদের টাকা বিলাইবার অভিযোগ আছে। সেখানে বিভিন্ন ছোটখাটো নির্বাচনী ফলাফলের প্রভাব কাজে আসে না। হাইকোর্ট বার এর নির্বাচন তবু, দাগ রাখিয়া গেল। ক্ষমতাসীন দল গুরুত্বপূর্ণ পদ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। এই নির্বাচন ইহাও চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল দলগত পরিস্থিতি এখানে জয়ের দিক নির্দেশ করে নাই। ব্যক্তি পছন্দ প্রাধান্য পাইয়াছে। তবু, বিরোধীরা আশ্বস্ত যে, হাইকোর্ট বারের সভাপতি ও সম্পাদক পদ তাহারা দখলে পাইয়াছে। যেকোনও সংস্থার এই দুইটি পদই আসল। এই নির্বাচন প্রকৃত সারা রাজ্যকে পথ দেখাইতে পারিল না।

জমি সংক্রান্ত গণ্ডগোলে আক্রান্ত বাদুড়িয়ার বিজেপি পরিবারের ৫ সদস্য

বসিরহাট, ৮ মার্চ (হি, স) : জমি সংক্রান্ত গণ্ডগোলে প্রতিবেশীর মধ্যে অশান্তিতে রবিবার সকালে উত্তেজনা ছড়ায় বাদুড়িয়া এলাকার কোলশুর গ্রামে। আক্রান্ত একই পরিবারের ৫ জনকে স্থানীয় রুদ্রপুর হাসপাতালে আনা হলে সেখান থেকে ১ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রেফার করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানানো হয় বাদুড়িয়া থানার পুলিশের কাছে।

জানা যায় বাদুড়িয়া এলাকার কোলশুর গ্রামের বাসিন্দা তরুণ গায়েন, সহদেব গায়েনরা পাঁচ ভাই। তাদেরই প্রতিবেশী বিমান শেখ এর পরিবারের সঙ্গে জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছিল। জমি নিয়ে গন্ডগোল এর কারণে ওই জমিতে কনস্ট্রাকশন না করার জন্য মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুলিশের পক্ষ থেকে। এরইমধ্যে রবিবার সকালে লোকজন নিয়ে ওই জমির পাঁচিল দিতে যায় বলে অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী বিমান শেখ ও তার পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে। অবৈধভাবে প্রশাসনের নির্দেশকে উপেক্ষা করে পাঁচিল দেওয়ার চেষ্টা করলে তাতে বাধা দিতে যান সহদেব গায়েনরা। তখনই লাঠি-সোটা নিয়ে সহদেব গায়েন ও তার পরিবারের লোকেদের উপরে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ ওঠে বিমান শেখ এর বিরুদ্ধে। আক্রান্ত অবস্থায় গায়েন পরিবারের সমস্ত সদস্যকে আনা হয় বাদুড়িয়া রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সহদেব গায়েন কে রেফার করা হয় বসিরহাট জেলা হাসপাতালে। সহদেব কাহিনী ও তার পরিবারের লোকেরা বিজেপি সমর্থক হওয়ায় কলসুর গ্রামে বেশ কিছুদিন ধরেই একঘরে হয়ে পড়েছিল আর সে কারণেই তাদের উপরে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে।

দশদফা 'চার্জশিট' হাতে নিয়ে ময়দানে বিজেপি

কলকাতা,৮ মার্চ (হি.স.):আঁটোসাটো ভাবে ময়দানে নামতে চলেছে বিজেপিউ রবিবার কলকাতার আইসিসিআর-এ সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে ১০ দফা 'চার্জশিট' তৈরি করেছে বিজেপি এমনটাই জানালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

শহিদ মিনারে অমিত শাহ যে 'আর নয় অন্যায়' কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেছেন তাকে হাতিয়ার করে রাজ্যসরকারের কাছে এবার জবাবডিহি চাইবে বিজেপি। আর সেই কর্মসূচিকে জোরদার করতেই এই ১০ দফা 'চার্জশিট' তৈরি করল বিজেপি এমনটাই জানালেন দিলীপ বাবু।

এ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন , 'মমতা গণতন্ত্র বিরোধী, হিন্দু বিরোধী, শরণার্থী বিরোধীউবাংলার গর্ব মমতা-কে মোকাবিলা করবে বিজেপি'।

রিমগঞ্জে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর এক জওয়ানের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে করিমগঞ্জ জেলা সদরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর আত্মঘাতী জওয়ানের মৃতদেহ তাঁর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আত্মঘাতী বিনোদ কুমার গুপ্তা দেশ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ২০০২ সালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেন। প্রাথমিক তদন্তে করিমগঞ্জ পুলিশ ঘটনার প্রকৃত কারণ এখন পর্যন্ত উদঘাটন করতে পারেনি। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জ শহর লাগোয়া মাইজডিহি বিএসএফ-এর ০৭ নম্বর ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পে শনিবার রাতে। গত দু বছর থেকে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পের ক্যান্টিনে কর্মরত ছিলেন বিএসএফ জওয়ান বিনোদ কুমার গুপ্তা। প্রতিদিনের মতো শনিবার রাতেও সেনা জওয়ান বিনোদ ক্যান্টিনের কাজ শেষ করে হাসিখুশি মেজাজে বিছানায় গিয়েছিলেন বলে সহকর্মীদের কাছে থেকে জানা গেছে। কিন্তু রবিবার ভোরে ক্যাম্পের আবাসিক সহকর্মী জওয়ানরা দেখেন, ক্যান্টিনের পিছনে একটি গাছের ডালে বিনোদের নিথর দেহ ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় করিমগঞ্জ পুলিশে।

পুলিশ বিনোদের দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়না তদন্তের পর নিহত গুপ্তার মরদেহ তাঁর পৈতৃক ঠিকানা উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানা গেছে বিএসএফ সূত্রে।

চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ

শমীন্দ্রনাথ মজুমদার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'লাল' রংটিকে 'রাঙা' লিখতেই পছন্দ করতেন বেশি কিংবা 'সবুজ' না লিখে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই 'শ্যামল' লিখতেন। তিনি যে সামান্য রংকানা ছিলেন, তা প্রথমে নজরে আনেন শিল্প ঐতিহাসিক স্টেলা ক্রামরিশ। পরবর্তীকালে শোভন সোম, কেতকীকুশারী ডাইসন, সুশোভন অধিকারী প্রমুখ বিদ্বজ্জন এ বিষয়ে গভীর চর্চা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বর্ণান্ধতার সেসব আলোচনায় রবীন্দর রবীন্দ্র সাহিত্যে ব্যবহৃত 'রাঙা' ও 'শ্যামল' এই দুটি শব্দকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে লাল রং একটু কম দেখতে পেতেন, সে বিষয়ে তাঁর নিজের লেখা, কথাবার্তা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিবিধ উল্লেখ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠ। এরই পাশাপাশি নীল রংকে যে তিনি বেশি নজর করতেন, সে বিষয়টিও এ সমস্ত পাঠ থেকে আমরা পেয়ে যাই। তাই এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ হয়তো সেভাবে নেই- কিন্তু, তিনি যে নিশ্চিতভাবেই জন্মগত 'প্রোটানপ' (একধরনের বর্ণান্ধ) ছিলেন, যা বংশানুক্রমে তাঁর অর্জন, সে বিষয়টি দৃঢ়তার সঙ্গে বলা কঠিন।

বয়স (৬০ বছরের বেশি), দুর্ঘটনা , বিবিধ ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অথবা মধুমেহ অ্যালঝাইমার্স, পারিকিনন্স বিবিধ ব্যাধি থেকেও মানুষ জীবনের যে কোনও সময়ে আংশিক বা পূর্ণ রংকানায় পরিণত হতে পারে। কথাটা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে, যিনি জন্ম থেকেই রংকানা তাঁর চেতনা বা বোধ একরকম, আর যিনি পরবর্তীকালে কোনও রঙের বোধ হারাচ্ছেন- তাঁর বিষয়টি সম্পূর্ণই পৃথক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ণান্ধতা এ বিষয়টি সম্পর্কে জরুরি ভাবনার অবকাশ তৈরি করে, রবীন্দ্রচিত্র নজর করলেই প্রশ্ন উঠে আসা স্বাভাবিক- যে মানুষ লাল রং তেমন ঠাহর করেন না, তিনি কীভাবে তাঁর ছবিকে এমনভাবে রক্তিম করে তুলছেন, তিনি যে শুধু প্রকৃতিতে লাল রক্ত কম দেখছেন তা তো নয়, সামনের সাজানো রঙের কৌটোতেও লালকে সেভাবেই দেখছেন। এবং চিত্রিত ছবিতেও দেখছেন সেটাই। প্রশ্ন হলঃ তাহলে লালের জায়গায় তিনি কী রং দেখছেন? প্রোটানপিয়ায় আক্রান্ত মানুষ তো লাল দেখতেই পাবেন না। তাঁর কোনও দিন কোনও ধারণাই তৈরি হবে না 'লাল রং'টি ঠিক কেমন। কিন্তু, এখানে সেটা স্পস্টতই ঘটছে না। তাঁর কাছে লাল আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে চিত্রপটে, হয়তো তাঁর লাল কিছুটা কম দেখতে পাওয়ার কারণেই। এবং এ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া কি যায় না যে, তার লাল রং দেখার পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মৃতি যা তার সত্তায় মিলে আছে- তার নিকটবর্তী তিনি হতে চাইছেন বলেই এ ঘটনা ঘটেছে। এ প্রসঙ্গেই 'রাঙা' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠ। 'রাঙা' আর যাই হোক কিছুতেই লাল এর প্রতিশব্দ নয়। লালএর ভিতর একটা বস্তুগত অস্তিত্ব আছে- যেন কোথাও সেটা পিগমেন্টের কথা বলে- যেখানে রঙের গুরুত্ব তার বস্তু আশ্রয়টিকে খাটো করে না। অন্যদিকে রাঙা কিন্তু একটা মুহূর্তকেন্দ্রিক দীপ্তি। সে কিন্তু মুখ্যত আলো। রাঙা লালের প্রতিসারিত চেতনার প্রেক্ষপ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের চেনা লাল রং ক্রমে তার চৈতন্যের আলোয় রূপান্তরিত। সে আর বস্তুনির্ভর নয়। সে নির্বস্তুক। স্মৃতি উচ্চারিত।

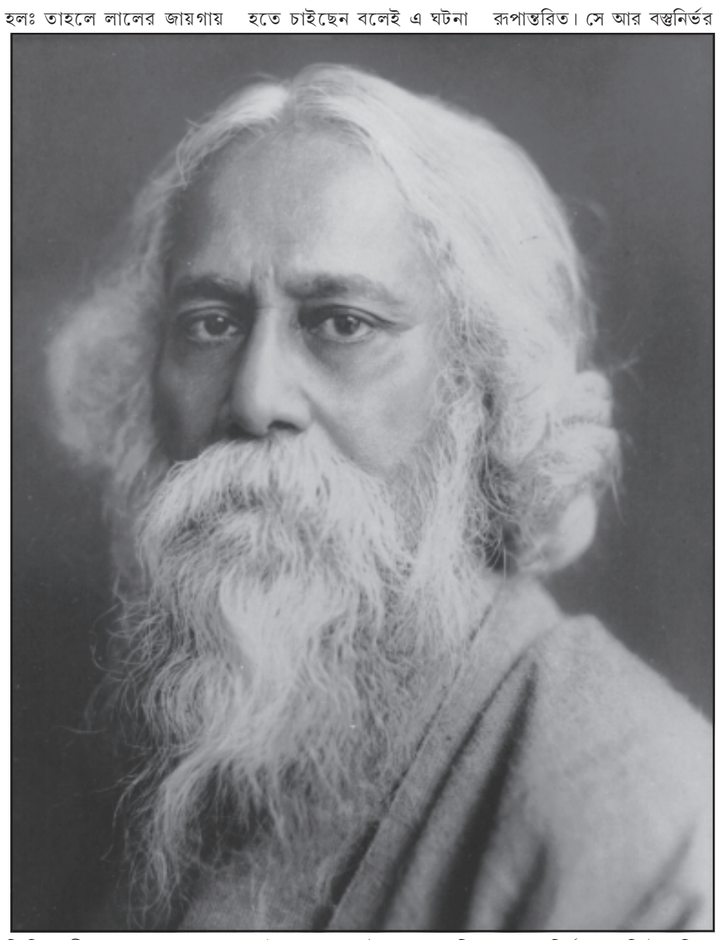

এবং রাঙা এর ই কালকেন্দ্রিকতা তার এই এখন আছি কিন্তু, পরে আর নেই- এই বোধটিও কিন্তু চলে যাওয়া, হারিয়ে ফেলা, ক্ষণিকতার নির্দেশ নিয়ে বাক্যের ভিতর হাজির হয়। এদিক থেকে দেখলেও ভাবতে ইচ্ছা হয়, রবি ঠাকুরের হারিয়ে ফেলা লাল রংই কি রাঙা হয়ে ভরিয়ে তুলছে তার কাব্য সাহিত্যকে।

নিমলকুমারী মহলানবিশ লিখছেন রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে নীল রংটা যে পৃথিবীর রং। আকাশের শান্তির রং, তাই ওটার মধ্যে আমার চোখ ডুবে যায়, আর লাল রংটা হল রক্তের রঙ, আগুনে রং অতএব প্রলয়ের রঙ, মৃত্যুর রং কাজেই বেশি না দেখতে পেলে দোষ কি। এরই সঙ্গে উল্লেখ করব তার শ্যামলী কবিতার বহুচর্চিত পঙক্তি 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে, কিংবা ১৯৩১ সালে ডঃ সরসীলাল সরকারকে লেখা চিঠির অংশ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন- আমি আজকাল ছবি আঁকি। সেই ছবিতে বর্ণ সংযোজনের বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বের কারণ আমার চৈতন্যে রঙের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রঙের বিশেষ ধারণার মধ্যে। আমি সব রংকে সমান দেখিনি, পক্ষপাত আছে, কেন আছে কে বলবে। এ সমস্ত উদাহরণ থেকে যা নির্দ্ধি হয়ে ওঠে, তা হল রবীন্দ্রনাথের রংকে বোধ এর জায়গা থেকে দেখা, চেতনার অংশ রূপে দেখা। সেজন্য যে তিনি তাঁর ছবিতে রংকে নির্দিষ্ট কিছুর সিম্বল বা মেটাফর রূপে ব্যবহার করেছেন তা নয়, বরং ছবি গড়ার প্রয়োজনে অকারণের সুখে অলক্ষ্য রং ধরিয়েছেন চিত্রিত আকারের গায়ে। তার চারপাশে।

রং ফলাইতে কবির কি আনন্দ। যেন ক্লান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রং শুধু চিত্রপটের রং নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ ভাবের রং আছে। অর্থাৎ কোনো জিনিসের কী রং শুধু সেই বর্ণমাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে-কাদম্বরী চিত্র প্রবন্ধে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। রং যে বস্তুর বর্ণনার মধ্যে সীমিত নয়। সে যে শিল্পীর হৃদয়ের অংশ এই বিষয়টিই রবীন্দ্র চিত্রপট জুড়ে বহুধাবিস্তৃত। আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে/ নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে অথবা হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে/সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে। এই যে শ্যামল শব্দটি এ কি শুধুই একটি রং?

শ্যাম যেমন একইভাবে কৃষ্ণবর্ণ ও সবুজ বর্ণ, রবীন্দ্রনাথ ঘন সবুজ রঙের এবং একই সঙ্গে উজ্জ্বল গভীর কালো বা অন্ধকারের রঙের সমার্থক হিসেবে শ্যামলকে ব্যবহার করলেও বহু ক্ষেত্রেই তা মেটাফর হয়ে ওঠে। সেভাবে দেখতে গেলে শ্যামল এর একটা জি আই বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন আছে এমনটা বলা যায়। শ্যামল বললেই কেমন করে যন বাংলা চলে আসে। এখানে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করি- যারা ছবি আঁকিয়ে তারা দস্তুরমতো জানেন যে বহু ক্ষেত্রেই মানুষ বা অন্য বস্তুর অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে টেকনিকালি সবুজ রং বস্তুটি মূল রঙের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। শুধু রং নয়, অন্ধকারের ঘনত্ব নয়, চিত্রপটে আঁধারের এক বোধ জন্ম নেয়। শ্যামল সুত্র নির্ভর এই আধার, এই বোধ রবীন্দ্রচিত্রের ক্ষেত্রে এবাবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর বর্ণান্ধতার প্রসঙ্গ ব্যাতিরেকেই। বলাই গল্পে বলাইয়ের কথা মনে পড়ছে- মাঘের শেষে আমের বোল ধরে। তার একটা নিবিড় আনন্দ জেগে ওঠে ওর রক্তের মধ্যে, একটা কিসের অব্যক্ত স্মৃতিতে, ফাল্গুনে পুষ্পিত শালবনের মতোই ওঁর আন্তরপ্রকৃতিটা চারদিকে বিস্তৃত হয়ে ওঠে, ভরে ওঠে, তাতে একটা ঘন রং লাগে। এই সেই মর্মে লাগা রঙের বর্ণনা, যা মরমে ঢুকে পড়েছে, তার বহিঃপ্রকাশকে আর কীভাবে সংবৃত করে কোন বর্ণান্ধতা?

দিল্লী দাঙ্গা নিয়ে নানা প্রশ্নের সংঘাত

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'চারটে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। না-বলাটা অধর্ম হবে বলে মনে করি। কিন্তু বললে যে বিশেষ লাভ হবে, বুক ঠুকে তাও বলতে পারছি না। কেন পারছি না, তা অজানা নয়। ইদানীং, এ দেশের আইনের, শাসনের রকমসমক চার কারণ। দিল্লীতে ১৯৮৪ সালের শিখ নিধন যজ্ঞ এবং ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার সঙ্গে এবারের দিল্লী দাঙ্গার তুলনা টানা হচ্ছে। এই তুলনায় অমিল যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে বিস্তর মিল। শিখদের জ্বালানো-পোড়ানোর কারণ ছিলইন্দিরা হত্যা। দেশের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরই বাড়িতে তাঁরই রক্ষাকারীরা গুলি করে মেরে ফেলায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল সেই দাঙ্গা। হ্যাঁ, প্রেক্ষিত অবশ্যই একটা ছিল। স্বর্ণমন্দিরে সেনা অভিযান শিখ কৌমের কাছে ছিল ক্ষমাহীন অপরাধ। খুনিরা প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজছিল। সেই অর্থে ইন্দিরা ব্যাপাক ষড়যন্ত্রের শিকার হননি।

গুজরাত দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল গোধরা কাণ্ড। অযোধ্যায় করসেবা করে ফেরা ৫৯ জন হিন্দকে ট্রেনে আগুন জ্বালিয়ে মেরে ফেলার বদলা ছিল গুজরাত দাঙ্গা। সেই অর্থে এটাও ছিল এক তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, যদিও এর একটা লম্বা প্রেক্ষাপট ছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ আন্দোলন।

উত্তর-পূর্ব দিল্লীর এবারের দাঙ্গা সেই অর্থে 'তাৎক্ষণিক' কোনও প্রতিক্রিয়া, যদিও এর একটা লম্বা প্রেক্ষাপট ছিল। বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ আন্দোলন।

উত্তর-পূর্ব দিল্লীর এবারের দাঙ্গা সেই অর্থে 'তাৎক্ষণিক' কোনও প্রতিক্রিয়া নয়। অশান্তি ও অসন্তোষেএর প্রক্ষোপট অবশ্যই 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন' (সিএএ) ও 'সর্বভারতীয় জাতীয় নাগরিকপঞ্জি' (এনআরসি) তৈরির উদ্যোগ। মুসলমান মনে 'সিএএ' ও 'এনআরসি' মারাত্মক ধরনের ভয় ও শঙ্কার জন্ম দিয়েছে। সংগত কারণেই। দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলছে। পালটা প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। কিন্তু তাৎক্ষণিকতার সলতেয় আগুন দেওয়ার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। তবে প্ররোচনা ও চক্রান্ত অবশ্যই ছিল না। হলে টানা চারদিন ধরে এই হত্যালীলা চলতে পারত না। এত মানুষের মৃত্যু হত না।

এসব এমিলের পাশাপাশি তিন দাঙ্গার মিল প্রচুর কয়েকটা মিলের কথা বলি। তিন দাঙ্গাতেই পুলিশ শুধু নীরব দর্শকই থাকেনি, কোথাও কোথাও দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হিংসায় অংশও নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, তিন ক্ষেত্রেই দাঙ্গা চালাকালীন সরকারের কোনও অস্তিত্ব নজরে আসেনি। '৮৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সেনা ডেকেছিল হত্যালীলা শেষ হওয়ার পর গুজরাত দাঙ্গাতেও রাজ্য সরকার শুধু অথর্বই-ছিল না, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতদায় হিসাবে অভিযুক্তও। এবারের দিল্লী দাঙ্গাও তথৈবচ। পুলিশও সরকারের কোনও অস্তিত্ব তিনদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিন দাঙ্গার তৃতীয় মিল, দাঙ্গাকারীরা প্রধানত শাসক দলের সমর্থক ও ক্যাডার। দলীয় পরিচয় গোপনের কোনও চেষ্টা তাদের কারও মধ্যে ছিল না, এবারও নেই। চতুর্থ মিল, তিন ক্ষেত্রেই দাঙ্গাকারীরা প্রায় সবাই 'বহিরাগত'। হোমওয়ার্ক করেই তারা আসরে নেমেছিল। শিশু থেকে বয়স্ক, কাউকেই রেয়াত করেনি।

আরও একটা বিশেষত্ব, এত প্রাণহানি সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অথবা শাসক দলের কেউ ছিটোফোঁটা দুঃখ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। কেন্দ্রে তরফে ক্ষতিপূরণের কোনও ঘোষণাও হয়নি। অথচ এই সরকারের ঘোষিত নীতি সবার বিশ্বাস অর্জন করা।

দাঙ্গার জমি তৈরি হচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। সূত্রপাত অসমের এনআরসি রিপোর্ট পেশ ও 'অনুপ্রবেশকারী' সম্পর্কে দেশের শাসক দলের শীর্ষ নেতাদের আপত্তিজনক মন্তব্য। এরপর আসর গরম করে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) এবং সারা দেশে এনআরসি করা নিয়ে সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃপ্ত ঘোষণা। শুরু হয় শাহিনবাদ।

সরকার ভেবেছিল দিল্লির হাড় হিম ঠাণ্ডা আন্দোলনের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটাবে। তা শুরু হয় ধর্মীয় মেরুকরণের প্রকাশ্য রাজনীতি। বিষ ছড়ানো মন্তব্য বন্ধে সরকার কেন সচেষ্ট হয়নি। শাসক দলের মন্ত্রী নেতাদের বিরুদ্ধে কেন একটাও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল না?

এসব প্রশ্নের উত্তর আশা করা ও অরণ্যে রোদন সমার্থক কিন্তু দিল্লী পুলিশের আচরণ। দাঙ্গা বাধার আগে থেকেই দিল্লী পুলিশের আচরণ তুঘলকি। যারা রে-রে করে জামিয়া মিলিয়ায় ঢুকে বেদড়ক পড়ুয়া ঠ্যাঙায়, তারাই জেএনইউয়ে শাসক দলীয় হামলায় নিস্তেজ থাকে। ছট বলতে যারা 'দেশদ্রাহী' দের সবক শেখায়, 'গোলি মারা.....'দের তারা বৈষ্ণবোচিত ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। দাঙ্গার তিনদিন আইনের এই রক্ষকদের আচরণ পৃথিবীর 'অষ্টম আশ্চর্য' হিসাবে জ্বলজ্বল করবে। '৮৪-র দাঙ্গা দিল্লী জুড়ে হয়েছিল। এবারেরটা সেই তুলনায় একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আবদ্ধ। অত্যাধুনিক ৮০ হাজারের এই বাহিনী কী করে শিখণ্ডী সেজে দাঁড়িয়ে থাকে সেই বিস্ময়ের সুরাহা আদৌ কি কোনও দিন হবে? মনে হয় না। কেননা, তারা নিতান্তই যন্ত্র। যন্ত্রী যেখানে বর্ম ও ঢাল, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যাওয়া বাহিনীর সেখানে নিরুত্তাপ, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিত থাতারই কথা। আছেও। কাথবেও।

পুলিশ, প্রশাসন, সরকার যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ ও মূক-বধির, মানুষ সেখানে জুলু জুলু চোখে শেষ আশ্রয় কোঁজে বিচারব্যবস্থার মন্দির -মসজিদ মামলাকে একসময় জরুরি মনে করেনি, সেখানেই টানা শুনানির রেকর্ড শেষে সেই মামলার নিষ্পত্তি হয়। অথচ কাশ্মীরের দ্বিখণ্ডিত হওয়া এবং ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্ন ঝুলে থাকে। যে বিচারবিভাগ বহু ক্ষেত্রে নিজের গরজে ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত করে, তাদের বিচারে সিএএ মামলা ও অনির্দিষ্ট অপেক্ষায় থাকে। প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীর বন্দনা করে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি সহযোগীদের সমালোচনা শুনছেন, এমন ঘটনাও বিস্ময়ের। সর্বক্ষেত্রে সরকারের এই 'টোটাল কন্ট্রোল' বহুত্ববাদী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক না বিপজ্জনক, আগামী দিন হয়তো সেই উত্তর দেবে। নিয়ন্ত্রণের মুঠো কিন্তু দিন দিন কঠিন হচ্ছে।

দিল্লীর দাঙ্গা তো অবশ্যই, ইদানীং ভারত জুড়ে যা ঘটে চলেছে, তা নিছক হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় লড়াই নয়। এ হল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক ক্ষুরধার সংঘাত। একপক্ষ দেশকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' করতে আগ্রহী, প্রতিপক্ষ দেশকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' করতে আগ্রহী, প্রতিপক্ষ দেশের চিরন্তন বহুত্ববাদী অসাম্প্রদায়িক চরিত্র রক্ষার পক্ষে। দিল্লীর দাঙ্গার বীভৎসতার পাশাপাশি সদ্ভাবও সম্প্রীতির টুকরো টুকরো কোলাজ ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছে। অন্ধকারে আলোর ঝলকানি তা। ভারত এই ক্ষুরধার সংঘাতের পরিণতির অপেক্ষায় দিন গুনছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি পরিদর্শণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর নিয়ে অরাজকতা হলে কঠোর ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৮।। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর নিয়ে কোনো গোষ্ঠী অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত আছে বলেও জানান তিনি।

রবিবার দুপুরে নওগাঁর ধামইরহাটে মাদক কারবারিদের আত্মসমর্পণ ও নতুন থানা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আগে তিনি এ হুশিয়ারি দেন। অহেতুক ঝামেলা রুখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু দেশ। সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আগামী ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি ছাড়াও আমাদের অন্য বন্ধু দেশের সরকারপ্রধানও উপস্থিত থাকবেন।

বিদেশি অতিথিদের উপস্থিতিতে দেশের কোনো গোষ্ঠী যদি অহেতুক ঝামেলা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের রুখতে আইনশৃঙ্খলা রাকারী বাহিনী প্রস্তুত আছে। আত্মসমর্পণকারী মাদককারবারিদের স্বাগত জানিয়ে আসাদুজ্জামান খান বলেন, যারা অন্ধকার ছেড়ে আলোর পথে এলেন তাদের স্বাগত জানাই। শুধু আত্মসমর্পণের জন্য আত্মসমর্পণ যেন না হয়। ভবিষ্যতে এই প্রতিজ্ঞা ধরে রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী ও নওগাঁ-১ আসনের সংসদ সদস্য সাধন চন্দ্র মজুমদার, শহীদুজ্জামান সরকার এমপি, ইসরাফিল আলম এমপি, ছলিম উদ্দিন তরফদার এমপি, নিজাম উদ্দিন জলিল এমপি, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল মালেক প্রমুখ

এ বার বাংলাদেশেও শনাক্ত করোনাভাইরাস, আক্রান্ত ৩

ঢাকা, ৮ মার্চ (হি.স.) : এবার করোনাভাইরাসের থাবা বিস্তার করল বাংলাদেশেও ঊইতিমধ্যেই প্রতিবেশী এই দেশে শনাক্ত করা হয়েছে তিনজনকে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ইতালি থেকে আসা দুই বাংলাদেশি ও তাঁদের সংস্পর্শে আসা আরও এক জন। এছাড়া করোনা সন্দেহে আরও তিন জনকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে।

এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সনাক্ত বাংলাদেশে ঊ ইতালি থেকে আসা দুই বাংলাদেশি ও তাঁদের সংস্পর্শে আসা আরও এক জনের শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে ঊ নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে তাদের শরীরে এই ভাইরাসের উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা। রবিবার বিকেলে এ খবর জানান ফ্লোরা। আক্রান্তদের মধ্যে একজন মহিলা, দু'জন পুরুষ।

তিনি আরও জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া তিন জনের বাইরে আরও তিন জনকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখা হয়েছে। আক্রান্ত ও কোয়ারেন্টাইনে রাখা ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছে।

গুয়াহাটির হাসপাতাল থেকে ছুটি, ক্রমশ সুস্থ জুবিন গার্গের মুম্বাই পাড়ি

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : ক্রমশ সুস্থ হয়েছেন। তাই বরিবার গুয়াহাটির বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বিশ্রামের জন্য সরাসরি মুম্বাইয়ে চলে গেছেন অসমের যুবসমাজের হার্টথ্রব গায়ক জুবিন গার্গ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি টাউন ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে সংগীত পরিচালক অনুরাগ শইকিয়ার 'প্রজেক্ট বড়গীত' শীর্ষক শ্রব্য ক্যাসেট উন্মোচনী অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন জুবিন। অনুষ্ঠান চলছিল, কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অনুরাগীদের মধ্যে হইহুল্লোড় পড়ে যায়। নিয়ে যাওয়া হয় বেসরকারি নেমকেয়ার হাসপাতালে। জুবিনের অসুস্থতার খবর চাউর হলে তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উৎকণ্ঠায় ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ছড়ানো তাঁর অনুরাগীরা। হাসপাতালে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সাংস্কৃতিক মন্ত্রী নবকুমার দলে থেকে শুরু করে অসংখ্য সাংস্কৃতিককর্মী, অনুরাগীরা। গতকাল শনিবার নেমকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছিলেন অসম সন্তান বলিউডের গায়ক অঙ্গরাগ মহন্ত ওরফে পাপন। জানা গেছে, স্নায়ুজনিত সমস্যায় ভুগছেন তিনি।

এদিকে হাসপাতাল থেকে আজ ছুটি পেয়ে বাইরে আসার সময় জুবিন গার্গকে কাছ থেকে দেখতে হাসপাতালে ভিড় করেছিলেন বহু শুভাকাঙ্ক্ষী। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মুম্বাইয়ের আন্ধেরিতে নিজস্ব আবাসনে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবেন তিনি। সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী ফের অসমে এসে তাঁ নয়া ছায়াছবির কাজে লেগে যাবেন জুবিন।

করোনা-সতর্কতা : স্থগিত ১৪ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় ৩৩ তম গুয়াহাটি বইমেলা

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : আগামী ১৪ মার্চ থেকে অনুষ্ঠেয় ৩৩ তম বইমেলা স্থগিত রাখা হয়েছে। অসম প্রকাশন পরিষদ-এর উদ্যোগে ঐতিহ্যবাহী গুয়াহাটি বইমেলা এবারও চানমারিতে অবস্থিত অসম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ময়দানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ (করোনা) ভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত আসন্ন বইমেলা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রেখেছেন বইমেলা পরিচালন কর্তৃপক্ষ।

অসম প্রকাশন পরিষদ-এর সচিব প্রমোদ কলিতা এক জরুরি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে সচিব কলিতা জানান, করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক প্রেরিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং পরামর্শের ভিত্তিতে অসম প্রকাশন পরিষদ অনুষ্ঠেয় ৩৩ তম বইমেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলিতা আরও বলেছেন, করোনা ভাইরাস যাতে অসমেও ছড়াতে না পারে তার জন্য প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে যে কোনও গণ-সমাবেশ সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক।

এদিকে এ সম্পর্কে অসম প্রকাশন পরিষদ-এর সচিব প্রমোদ কলিতার সঙ্গে যোগাযোগ করলে মোবাইল ফোনে হিন্দুস্থান সমাচার-কে তিনি জানান, আগামী ১৪ মার্চ থেকে প্রস্তাবিত ৩৩ তম বইমেলার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বইমেলা স্থগিতের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইতিমধ্যে বইমেলায় অংশগ্রহণকারী বই বিক্রেতা সংস্থা তথা বিপণি কর্তৃপক্ষ, শতাধিক বই প্রকাশক, লেখকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সচিব প্রমোদ জানান, এবারও গুয়াহাটি গ্রন্থমেলায় বহু বই বিপণি ও প্রকাশন সংস্থা অংশগ্রহণ করবে বলে নিশ্চিত করেছিল। এছাড়া এবারের বইমেলায় প্রকাশন পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বহু বই, রচনাবলী আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করার কথা ছিল। সব কিছুর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বইমেলা ১২ দিন অর্থাৎ ২৫ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।তিনি জানান, বইমেলা উপলক্ষ্যে যুব-লেখক সমারোহ, ভাষা গৌরব অনুষ্ঠান, জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় অনুষ্ঠান, শিশু সমারোহ, কবি সম্মেলন, গল্পকার সম্মেলন এবং সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ নানা ধরনের আকর্ষণীয় কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে সংগতি রেখে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাঁদের, জানান প্রকাশন পরিষদের সচিব কলিতা। প্রসঙ্গত, গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে এই বইমেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যে কোনও এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারবেন ইয়েস ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা

মুম্বই, ৮ মার্চ (হি.স.) : আতঙ্কের মধ্যে স্বস্তি, ইয়েস ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা টাকা তুলতে পারবেন এটিএম থেকে ঊ শনিবার গভীর রাতেই টুইট করে জানান হয় ডেবিট কার্ড হোল্ডাররা ইয়েস ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারবেন। সঙ্কটে থাকা ইয়েস ব্যাঙ্কের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পুনরুজ্জীবনের প্যাকেজ বা মোরাটোরিয়াম ঘোষণা করে গত বৃহস্পতিবার। সেখানে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ ৫০ হাজারের বেশি টাকা কোনও গ্রাহক তুলতে পারবেন না। ফলে টাকা তুলতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়েন ইয়েস ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা। যদিও শনিবার গভীর রাতে টুইট করে ইয়েস ব্যাঙ্কের তরফে জানানো হয়, ব্যাঙ্কের ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে গ্রাহকরা ইয়েস ব্যাঙ্ক এবং অন্য ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে টাকা তুলতে পারবেন। সেই সঙ্গে গ্রাহকদের ভোগান্তির জন্য দুঃখপ্রকাশও করা হয়েছে ব্যাঙ্কের তরফে।

পার্ক সার্কাসে যা চলছে তা একেবারেই নাটক : দিলীপ

কলকাতা,৮ মার্চ (হি.স.):সিএএ,এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে ৬১ দিন ধরে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল প্রায় ২০০ মহিলা ঊ রবিবার কলকাতার আইসিসিআর-এ সাংবাদিক বৈঠকের পার্ক সার্কাসের আন্দোলনকে ঠুকলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি বলেন, 'সিএএ নিয়ে শাহিনবাগ-এ যেদিন বিরায়ানি আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেদিনই ভিড় কমে গিয়েছে। পার্ক সার্কাসে যা চলছে তা একেবারেই নাটক'।

উল্লেখ্য,নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও এনআরসি-র প্রতিবাদে পার্ক সার্কাস ময়দানে অবস্থানে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন বহু সংখ্যালঘু মহিলারা ।মাথায় ছাতা নিয়ে সন্তানকে সঙ্গে নিয়েই চলছে তাঁদের আন্দোলনে দিন রাত।৫০ বছরের প্রৌঢ়া থেকে ৫ বছরের শিশু সবার মুখে একই স্লোগান 'হাল্লা বোল, হাল্লা বোল । সিএএ,এনআরসি মানছি না, মানব না'ঊবিক্ষোভে সামিল আট থেকে আশির কয়েকশো সংখ্যালঘু মহিলা।

বাংলাদেশের করোনা মোকাবিলার সামর্থ্য রয়েছে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,মার্চ ০৮।। বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরেছেন, বিশ্বব্যাপী আতংক সৃষ্টিকারী করোনাভাইরাস মোকাবিলার সামর্থ্য রয়েছে বাংলাদেশের। এই সমস্যা নিয়ে আতংকিত না হয়ে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। রবিবার ঢাকা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এক অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এ পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমাদের পর্যাপ্ত সমতা রয়েছে (করোনাভাইরাস মোকাবিলায়) এবং আমরা যথাযথ ব্যবস্থা করব।এখানে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু নেই। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রতিদিন করোনাসংক্রান্ত নির্দেশনা দিচ্ছে। আমি অনুরোধ করব, সবাইকে সেই নির্দেশনাবলী মেনে চলার জন্য। দেশে প্রথমবারের মতো তিনজনের শরীরে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসটির উৎপত্তিস্থল চীনে। দ্রুত বিস্তারে সম নভেল করোনাভাইরাস বিশ্বের ১০৪ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। এ রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৬ হাজার ২০৩ জন। আক্রান্তের সংখ্যা লাখ পেরিয়ে গেলেও সে হারে মারা যায়নি। ডব্লিউএইচও বলছে, এখন পর্যন্ত এ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৬০০ জনে। আক্রান্তদের মধ্যে ৬০ হাজার ১৯০ জন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

কাছাড়ের পালংঘাটে ধৃত দুই গরু চোর

ধলাই (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : গরু চুরির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই থানার অধীনস্থ পালংঘাটে। ধৃতদের আব্দুল রহিম ওরফে আব্দুল রব এবং নুর ইসলাম লস্কর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। আব্দুল রহিম ও নুর ইসলামকে রবিবার আদালতে পেশ করা হয়েছিল। শুনানি শেষে বিচারপতি তাদেরকে জেল হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত ৬ মার্চ ভোর রাতে পালংঘাট পুলিশ ফাঁড়ির অধীনস্থ রুংকণী প্রথম খণ্ডের জনৈক শৈলেন্দ্র রায় নামের ব্যক্তির গোয়ালঘর থেকে একটি গাভি ও একটি বলদ গরু চুরি হয়েছিল। এদিন ভোরে শৈলেন্দ্রবাবু ঘটনাটি অঁচ করে প্রতিবেশী ও গ্রামবাসীদের বিষয়টি অবগত করান। তাঁরা দলবদ্ধ ভাবে চুরি যাওয়া গরুর সন্ধান শুরু করেন। এভাবে খোঁজখুঁজি করতে করতে এক সময় পার্শবর্তী দত্তপাড়া গ্রামের আব্দুল রহিমের বাড়ির পেছনে জঙ্গলাকীর্ণ সানে চুরি যাওয়া গাভি ও বলদটিকে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। তা দেখে জনতা পালংঘাট পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশকে ঘটনাটি জানান।

ছয়ের পাতায়

অসমের বদরপুরে ফের সড়ক দুর্ঘটনা, সংকটজনক এক

বদরপুর (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরে রবিবার বেলা তিনটা নাগাদ ফের সংঘটিত হল এক সড়ক দুর্ঘটনা। এতে গুরুতর জখম অবস্থায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন।

জানা গেছে, বদরপুর অভিমুখে এএস ১১ ৮৫৫১ নম্বরের একটি ম্যাজিক মিনি ট্রাক দ্রুত গতিতে এসে বদরপুরের কোণাপাড়া সংলগ্ন স্থানে সাইকেল আরোহী জনৈক শহিদ আহমেদের ছেলে হুসেন আহমেদ (১৯)-কে সজোরে ধাক্কা মারে। এর ফলে হুসেন ছিটকে পড়ে একই স্থানে সড়কের পাশে এএস ২৪ এসি ০৬৪৭ নম্বরের অন্য আরেকটি দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাজিক ট্রাকের ওপর। এতে সাইকেল আরোহী হুসেন আহমেদ গুরুতর জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে এলাকার জনগণ এসে হুসেনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে শ্রীগৌরী হাসপাতালে প্রেরণ করেন। আহত হুসেনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তার মাথা, চোখ ও বুকে মারাত্মক আঘাত লেগেছে।

পরে শ্রীগৌরী হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এদিকে এই ম্যাজিকের ধাক্কার ফলে আরেকটি অল্টো গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এর নম্বর হল এএস ২৪ এ ০০৮৫। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বদরপুর ট্রাফিক ইনচার্জ। তারা আহতদের খোঁজ নিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িগুলি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান। অন্যদিকে এলাকায় ঘন ঘন সড়ক দুর্ঘটনার ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করে তাঁরা বলেন, জাতীয় সড়কের পাশে গাড়ি থামিয়ে রাখায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তাঁরা পুলিশের নজরে নিয়ে এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নিতে দাবি করেছেন।

১১ মার্চ থেকে গুয়াহাটি-চেন্নাই আরও একটি স্পেশাল ট্রেন, জানিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : গুয়াহাটি থেকে চেন্নাই এবং চেন্নাই থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত আরও একটি স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল। এক টুইটবার্তায় এই খবর জনিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

গুয়াহাটি থেকে চেন্নাইয়ের ক্রমবর্ধিত যাত্রীর প্রতি লক্ষ্য রেখে এই স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আগামী ১১ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত গুয়াহাটি-চেন্নাই চলাচল করবে ০৬৩৩৭ নম্বরের স্পেশাল ট্রেন। এছাড়া ৯ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত চেন্নাই থেকে গুয়াহাটি আসবে ০৬৩৩৮ নম্বরের স্পেশালটি।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গেছে, আপ এবং ডাউন, চারটি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে ট্রেনটি। গুয়াহাটি থেকে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এবং চেন্নাই থেকে বুধ, মঙ্গল এবং সোমবার চলাচল করবে এই স্পেশালটি। এতে ২২টি কামরা থাকবে। এর মধ্যে এসি-২ টায়ার একটি, এসি-৩ টায়ার দুটি, স্লিপার ক্লাস ১৪টি, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণির তিনটি এবং এসএলআর/ডি-র দুটি কামরা সংযুক্ত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আর্জী জাতীয় সাঁতারু তিয়াসা মন্ডলের

হুগলী, ৮ মার্চ (হি.স.): রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ার একাউন্টে মহিলাদের মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করার আবেদন জানান। সেই আবেদনে সাড়া দিয়েই আজ প্রধানমন্ত্রীর একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ার একাউন্ট মহিলাদের কমেন্টে ভরে যায়।একইভাবে আজ প্রধানমন্ত্রীকে ট্যুইট করেন চুঁচুড়ার জাতীয় সাঁতারু তিয়াসা মন্ডল। তিয়াসা আজ জেলাজুড়ে পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর ছোটবেলার স্বপ্ন ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৮১ কিমি যা বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগীতা হিসাবে খ্যাত সেখানেও সুনামের সাথে সাফল্য পাওয়া সত্তেও পয়সার অভাবে ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে তিয়াসার। সরকারী-বেসরকারি বহু জায়গায় আবেদন জানিয়েও কাজ হয়নি। তাই নারী দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মনের কথা জানানো যাবে, তা জানতে পেরে আর থেমে থাকেনি তিয়াসা। আজ সকাল-সকাল তিয়াসা চুঁচুড়ার কনকশালীতে নিজের বাড়িতে বসে প্রধানমন্ত্রীকে ট্যুইট করলো তিয়াসা। ট্যুইটে ইংলিশ চ্যানেল পার করার জন্য সরকারী সাহায্যের আবেদন জানালো তিয়াসা মন্ডল।

গুগল ডুডলে নারী দিবসের স্বীকৃতি

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গত বছরের মতো এবারও নারীদের স্বীকৃতি জানাল গুগল। ৪৫ বছর আগে দিনটিকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

এ বারের ডুডলের ভিডিওতে বিভিন্ন পোশাক বিভিন্ন পেশার মহিলারা চক্রাকারে ঘুরছেন। অল্প থেকে বিভিন্ন স্তরে তাঁদের সংখ্যা বেড়েছে। মানববন্ধনের মতো পরস্পরের হাত ধরা। নেপথ্যে সংগীতের মূর্ছনা।

এই দিবসটি উদযাপনের পেছনে রয়েছে নারী শ্রমিকের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মজুরিবৈষম্য, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, কাজের অমানবিক পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রনিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা। সেই মিছিলে চলে সরকার লেঠেল বাহিনীর দমন-পীড়ন। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নারী সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজিত নারী সমাবেশে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিনেরনেতৃত্বে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হলো। ক্লারা ছিলেন জার্মান রাজনীতিবিদ; জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির স্থপতিদের একজন। এরপর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে যোগ দিয়েছিলেন। এ সম্মেলনে ক্লারা প্রতি বৎসর ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন।

সিদ্ধান্ত হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে নারীদের সম-অধিকার দিবস হিসেবে দিনটি পালিত হবে। দিবসটি পালনে এগিয়ে আসে

ছয়ের পাতায়

২৬ মার্চ অসমের তিন আসনের রাজ্যসভা সদস্য নির্বাচন, দিল্লিতে পাঁচজনের তালিকা পাঠিয়েছে প্রদেশ বিজেপি

বরপেটা রোড (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : আগামী ২৬ মার্চ অনুষ্ঠেয় অসমে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য দলীয় পাঁচজনের প্রার্থী তালিকা দিল্লিতে পাঠিয়েছে প্রদেশ বিজেপি। খোলসা করেছেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস।

রবিবার প্রদেশ সভাপতি দাস এই খবর দিয়ে জানান, দিল্লিতে দলের হাইকমান্ডের কাছে প্রেরিত প্যানালে রয়েছে তিন প্রাক্তন সাংসদের নাম। আজ বরপেটা রোডে ৪০০ জন কৃষককে টর্যাক্টর বিতরণী অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রঞ্জিত দাস। এখানে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বিজেপি জোটের প্রথম রাজ্যসভার আসনের জন্য পাঁচজনের নাম শুনিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য কংগ্রেসত্যাগী সদ্যবিজেপি ভুবনেশ্বর কলিতা, নগাঁও লোকসভা আসনের প্রাক্তন সদস্য তথা প্রাক্তন রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেন গোহাঁই, মঙ্গলদৈয়ের প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় অন্যতম সাধারণ সম্পাদক রমেন ডেকা, বিজেপির বরপেটা জেলা সভাপতি শংকরচন্দ্র দাস এবং প্রদেশ বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র সুভাষ দত্তের নাম প্যানালে রয়েছে।

প্রদেশ সভাপতি আরও জানান, পাঁচজনের নামের তালিকা পাঠানো হয়েছে। এখানে এক দুই বলে কাউকে রাখা হয়নি। এলফাবেটেকিলি দেওয়া হয়েছে নামের তালিকা।

উল্লেখ্য, অসমে রাজ্যসভার তিনটি আসন খালি হয়েছে। তৃতীয় আসনের জন্য কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক অজিতকুমার ভুইয়াঁ। ২৬ মার্চ অনুষ্ঠেয় রাজ্যসভার তিনটি আসনের জন্য দ্বিতীয়টি ছাড়া হবে বিজেপি-র শরিক দল বিপিএফকে।

রবিবার আগরতলায় বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত এম্বুলেন্স প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

সন্ধ্যায় ব্যায়াম করা যে তিনটি কারণে জরুরি

স্বাস্থ্য সচেতন অনেকেই শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামকে বেছে নেন। শরীরকে স্বাভাবিক কর্মক্ষম রাখতে শারীরিক ব্যায়ামের জুড়ি নেই. দেহকে অল্পবয়সে বুড়িয়ে ফেলতে না চাইলে প্রত্যেকের অবশ্যই নিয়ম মেনে প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম করা দরকার। কারণ শারীরিক ব্যায়াম অনেক ধরনের রোগ থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে। কিন্তু সমস্যা হয় ব্যায়ামের সময় নিয়ে। কোন সময়টি ব্যায়ামের জন্য সব চাইতে বালো তা নিয়ে বিপদে পড়েন অনেকেই। অনেকের মতে সকালে ব্যায়াম সেরে নেয়া ভালো। কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্টদের মতে সকালের চাইতে ভালো সময় সন্ধ্যেবেলা। সন্ধ্যেবেলার ব্যায়ামের রয়েছে অনেক উপকারিতা। চলুন জেনে নিই সন্ধ্যাবেলার বায়াম করা যে কারণে জরুরি।

ভালো ঘুম হয়— সন্ধ্যাবেলা সময় ব্যায়াম করলে রাতের বেলা ভালো একটি ঘুম হয়। ঘুমের সময় শরীর ক্লান্ত হওয়া অনেক জরুডি. সন্ধ্যার সময় ব্যায়াম করলে দেহের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং রাত হতে হতে আমাদের দেহ ক্লান্ত হয়ে পরে। সুতরাং ভালো ঘুম হয়। যারা অনিদ্রায় ভুগেন তারা সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করে দেখতে পারেন। বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয় --- সকালবেলার ব্যায়াম আপনার দেহকে শুধুমাত্র সচল এবং সারাদিনের জন্য প্রস্তুত করার জন্য করা হয়। কিন্তু আপনি যদি দেহের ফ্যাট ঝরাতে চান অর্থাৎ ওজন কমাতে চান তবে আপনাকে অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যেবেলাকে বেছে নিতে হবে। এতে করে সারাদিনে আপনি যত ক্যালোরি গ্রহণ করেছেন তা ক্ষয় হবে। বালো বায়্যাম হয় --- সকালের ব্যায়ামের সময় অনেক তাড়াহুড়ো থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যায়াম করা যায় না। এতে করে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের লক্ষ্য পূরণ হয় না। সুতরাং ভালো ব্যায়ামের জন্য সন্ধ্যাবেলাটাই বালো। এছাড়া অনেকে সন্ধ্যাবেলা সময় করে জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন, এক্ষেত্রে বিনোদনের জন্য বেশ ভালো ব্যবস্থা হয়।

মিষ্টি কিন্তু মিষ্টি নয়!

সাধারণ চিনি হচ্ছে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজের একটি যৌগ। চিনিতে এই দুই ধরনের শর্করা ৫০ : ৫০ অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বজুড়ে মিষ্টি, মিষ্টান্ন দ্রব্য বা সোডা ও কোমল পানীয় তৈরিতে সাধারণ চিনির বদলে ব্যবহৃত হয় ফ্রুক্টোজ কর্ণ সিরাপ, যাতে ফ্রুক্টোজের পরিমাণ গ্লুকোজের চেয়ে অনেক বেশি। গ্লুকোজ আমাদের শরীরে শক্তির প্রধানতম উৎস। দেহের প্রায় প্রতিটি কোষ গ্লুকোজ ব্যবহার করে ক্যালরি উৎপন্ন করে। কিন্তু ফ্রুক্টোজ ব্যবহৃত হয় কেবল যকৃতে। আর আমাদের যকৃৎও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক ফ্রুক্টোজ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত নয়। বিষয়টি প্রথম বিজ্ঞানীদের নজরে আসে ২০০৮ সালের দিকে। দেখা যায়, গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ — দুটিই শর্করা হলেও শরীরে দুভাবে এরা কাজ করে। খাদ্য থেকে আহরিত প্রায় সব গ্লুকোজ বিভিন্ন কোষে ব্যবহৃত হয়ে যায়, বাকিটা ইনসুলিন ভেঙে ফেলে এবং মাত্র ২০শতাংশ যকৃতে গিয়ে চর্বি হিসেবে জমা হয়। কিন্তু ফ্রুক্টোজের ১০০ শতাংশই যকৃতে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রাইগ্লিসারাইড, ভিএলডিএল ইত্যাদি ক্ষতিকর চর্বিরূপে জমা হতে থাকে। আপনি যদি ১২০ ক্যালরি গ্লুকোজ খান, দিনের শেষে তার মোটে এক ক্যালারি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষে তার মোটে এক ক্যালরি চর্বিরূপে জমা হয়। কিন্তু ১২০ ক্যালিরি ফ্রুক্টোজের প্রায় ৪০ ক্যালরি শেষ পর্যন্ত চর্বিতে পরিণত হয়। যকৃতে জমা হওয়া অতিরিক্ত চর্বি ধীরে ধীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয় টাইপ -২ ডায়াবেটিস ও ফ্যাটি লিভারের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়, রক্তচাপ ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া গ্লুকোজ যদিও তৃপ্তি হরমোনগুলিকে উদ্দীপ্ত করে, ফ্রুক্টোজ করে ঠিক তার উল্টোটা। তাই ফ্রুক্টোজ বেশি খেলে খিদে বা খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাড়ে, যা ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। সত্তরের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে সব ধরনের মিষ্টিদ্রব্য ও পানীয় তৈরিতে কর্ণ সিরাপের ব্যবহার বেড়ে যায় দুটির কারণে। এটি চিনির চেয়ে সস্তা এবং বেশি মিষ্টি। বর্তমানে ইউএসডিএর মতে, গড় পড়তা মার্কিনদের দৈনিক খাবারের এক চতুর্থাংশ ক্যালরি আসে এসব ফ্রুক্টোজ মিশ্রিত খাবার থেকে। সাধারণ ফলমূল ও সবজিতেও আছে ফ্রুক্টোজ। কিন্তু এত অল্প পরিমাণে থাকে, যা ক্ষতিকর নয়। যেমন, এক কাপ টমেটোতে আছে ২ দশমিক ৫ গ্রাম ফ্রুক্টোজ, কিন্তু এক কাপ সোডা বা কোমল পানীয়তে আছে ২৩ গ্রাম। সমস্যাটা সেখানেই। মিষ্টি, জুস, কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংক ইত্যাদিতে এত বেশি পরিমাণে ফ্রুক্টোজ আছে, যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়ে চলেছে ডায়াবেটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ, ওজনাধিক্য, হৃদরোগের প্রকোপ। তাই মিষ্টি মানেই কিন্তু মিষ্টি নয়।

ডিপ্রেশন কমায় না ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড

বিগত গবেষণাগুলোতে মেজর ডিপ্রেশনের রোগীদের মাছের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড বিষন্নতার প্রাকৃতিক নিরাময়ক বলেই আমরা জানি। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষকরা জানিয়েছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ডিপ্রেশন কমায়, এর প্রমাণ খুব কম।

একহাজার চারশ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর পরীক্ষিত ২৬টি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে গবেষকরা একথা বলেছেন।

তারা বলেছেন, ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড ক্যাপসুল মানসিক রোগ নিরাময়ক ওষুধের তুলনায় কম ফলদায়ক। কিন্তু ডিপ্রেশন কমাতে এর গুণাগুণ খুব একটা জোরালো নয়। যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণার মূল লেখক ক্যাথরিন এপ্লিটন জানান, ডিপ্রেশনের ওপর ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর ফ্যাটি এসিডের প্রভাব খুব নগণ্য বলেই আমরা মনে করি। এখন পর্যন্ত মেজর ডিপ্রেশন দূর করতে ওমেগা ৩ এর উন্নতমানের কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে আসেনি, যোগ করেন ক্যাথরিন। আরো বলেন, ডিপ্রেশন নিরাময়ক ওষুধের চেয়ে ওমেগা ৩ ফ্যাটি এসিড মানসিক অবসাদ কিছুটা কমায়। কিন্তু এ দুটোর পার্থক্য খুবই কম।

ওমেগা ৩ফ্যাটি এসিড সাধারণত স্যালমন, টুনা, অন্য সামুদ্রিক খাবার, বাদাম ও কিছু বীজে পাওয়া যায়। গত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। তবে চলিত গবেষণায় ডিপ্রেশন দূর করতে এর সক্রিয়তা খুব একটা নেই বলেই জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

বীর্যের উল্টামুখী প্রবাহ

রেট্রোগ্রেড অর্থাৎ বিপরীতমুখী বীর্যস্থান বলতে বুঝায় পুর্নতৃপ্তিতে বীর্য স্বাভাবিক ভাবে প্রস্রাবনালী দিয়ে বাহিরে না এসে মূত্রথলির দিকে চলে যাওয়া। উল্টোমুখী বীর্যপ্রবাহের সাথে যৌন উত্তেজনা তথা লিঙ্গোত্থান অথবা মিলনে চরমানন্দ পাবার সাথে কোন সম্পর্ক নেই. এটি শরীরে জন্য বিপদজনক নয় — তবে সন্তান জন্মদেবার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন কি কারণে হতে পারে? মূত্রথলি মুখের পেশির গঠনবিকৃতি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অধিক হস্তমৈথুন টিএমএস কিংবা অন্য কোন কারণে মূত্রথলি মুখ খোলা বন্ধ করা নিয়ন্ত্রক স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত কার্যকারিতা হারালে বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিপরীতমুখা বীর্যস্থলরেন অন্যান্য কারণ সমূহ — মূত্রথলি মুখে অস্ত্রোপচার। মুষ্ক অন্ডকোষে অস্ত্রপ্রচার। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অন্ডকোষ বড় হয়ে যাওয়া কিংবা অন্ডকোষের কার্যপ্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। ডায়াবেটিসে কারণে স্নায়ু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া. স্পাইনাল কড তথা মেরুদন্ডে ইনজুরি। ইত্যাদি বিপরীতমুখী বীর্যস্থল এর লক্ষণ সমূহ— উল্টামুখী বীর্যস্থলনের অতি পরিচিত লক্ষণগুলো হল — বীর্যহীন চরমানন্দ খুব অল্প পরিমাণে বীর্য নির্গত হওয়া— পুরুংষ বান্ধত্ব্য। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের চিকিৎসা পদ্ধতি— উল্টোধাবিত বীর্যস্থলনের চিকিৎসা এ রোগের কারণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়। এ সমস্যার কারণে যদি কোন ওষুধের পাশ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে তাহলে ওই ঔষধ সেবন বন্ধ করতে হবে. বিপরীতমুখী বীর্যস্থলন যদি কোন শারীরিক কারণে হয়ে থাকে তাহলে ওই ওষুধ সেবন বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া ডায়াবেটিস কিংবা উচ্চরক্তচাপের প্রভাবে এ সমস্যা পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট রোগের চিকিৎসার মাধ্যমে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। বিপরীতমুখী বীর্যস্থলনের সমস্যা— উল্টাধাবিত বীর্যস্থলনের বহুল প্রচলিত সমস্যা তথা প্রধান সমস্যা হল সন্তান জন্মদানে অক্ষমতা। পুরুষ বান্ধত্যের একটি অন্যতম কারণ হতে পারে উল্টাধাবিত বীর্যস্থলন।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এমন কয়েকটি খাবার

ত্বকের পরে লিভারের মানবদেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম অঙ্গ যার জন প্রায় ৩ পাউন্ডের মত। হজমক্রিয়া পরিচালনা, বিপাকক্রিয়া, অনাক্রম্যতা এবং দেহে বিভিন্ন পুষ্টির সঞ্চয় ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকরে থাকে এই লিভার। বিশেষ এই অঙ্গটি দেহের কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি এবং পুষ্টির যোগান দিয়েথাকে যেগুলো মানবদেহের কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে এটি রক্তনালী থেকে ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয় এবং খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে বলে জানান মিসিসাউগা থেকে হেলাস্টিক পুষ্টিবিজ্ঞানী হারমিট সিউড়ি। লিভারের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে সচল রাখতে এবং দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে যে খাবারগুলো খাওয়া প্রয়োজন। রসুন— রসুন লিভারকে এনজাইম তৈরিতে সহায়তা করে যা শরীর থেকেটক্সিন বের করে দেয়। এছাড়া রসুনে প্রচুর পরিমাণে অ্যালিসিন এবং সেলেনিয়ামে নামক দুটি প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা লিভার পরিপাকে সহায়তা করে। গ্রিন টি— গ্রিন টিতে থাকা ক্যাটচিন নামক এক ধরনের উদ্ভিজ অ্যান্টি অক্সিডেন্ট লিভারের সামগ্রিক কাজ পরিচালনাকে সহায়তা করে থাকে। তাই এই গ্রিনটি টি খাওয়া লিভারের জন্য বেশ উপকারী। জাম্বুরা— জাম্বুরা ফলটি সরাসরি বা জুস করে খেলে তা ক্যান্সার উৎফাদনক উফপাদান এবং টক্সিন নির্মূলে লিভারকে সহায়তা করে। এই ফলটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা লিভারের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শালগম— শালগমে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে যা লিভারের সার্বিক কাজে সহায়তা করে থাকে। সবুজ শাক— সবুজ শাকে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন অন্যান্য খাবারে থাকা রাসায়নিক পদার্থ এবং কীটনাশকের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করে থাকে যা লিভারের জন্য বেশ উপকারী।

আভাকাডো--- আপনার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় আভাকাডোর পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে তা আপনার দেহে গ্লটাথায়ন নামক এক ধরনের অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তৈরি করে যালিভারকে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ দেহ থেকে বের করে দিতে সহায়তা করে। ব্রকলি— ব্রকলি দেহে গ্লুকোসিনোলেট উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়েদেয় যেটি হজমে সহায়ক এনজাইম তৈরি করে। লেবু— এই বিষয়ে আমরা সবাই নিশ্চয়ই জানি যে সাইট্রাস জাতীয় ফল লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যা আমাদের দেহের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু এছাড়াও লেবু দেহের বিভিন্ন টক্সিন নির্মূল এবং হজমে সহায়তা করে থাকে। হলুদ— মশলা হিসেবে হলুদ খেলে তা আমাদের শরীরেরহজমে এবং পিত্তথলি পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এটি লিভারের প্রাকৃতিক ডেটক্স হিসেবে কাজ করে।

মূল্যবান অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভরপুর হলুদ লিভারের স্বাস্থ রক্ষা করে থাকে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যেহেপোটাইটিস বি এবং সি এর ভাইরাস নির্মূলেও এই হলুদ অত্যন্ত সহায়ক। আখরোট— আখরোটে গ্লুটাথায়ন এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডরয়েছে যা লিভারপরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। আমলকি— আমলকির অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আমলকি লিভারের স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং হজমে সহায়তা করে।

পা থেকে মুক্তি পেতে যা করবেন

পা ঘামা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই ঘামার মাত্রা যদি অতিরিক্ত হয় তাহলে আপনার কপালে দুর্ভোগই আছে বলতে হবে। অতিরিক্ত ঘাম থেকে যে দুর্গন্ধ তৈরি হয় তাতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে যেতে পারেন আপনি। তবে আপনি একটু সচেতন হলেই পা ঘাম থেকে মুক্তি পেতে পারেন। জেনে নিন হাত পা ঘামার কারণ সাধারণত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে আপনার হাত পা ঘামতে পারে। এছাড়া শরীরের ভেতরের ভারসাম্যহীনতাও আপনাকে ঘর্মাক্ত করে তোলবে। বংশঘতভাবে এ রোগ থাকাও হাত পা ঘামার কারণ। কেন হয় পায়ের দুর্গন্ধ। পায়ের ঘাম পায়ের দুর্গন্ধের প্রধান কারণ। ঘেমে যাওয়ার ফলে পায়ে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। এক সময় এই ব্যাকটেরিয়া পায়ে আক্রমণ করে। দীর্ঘক্ষণ পা এই অবস্থায় থাকলে পায়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। জুতো মোজা নিয়মিত না পরিষ্কার করলেও দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে।

রোধ করুন সহজেই—

পা সবসময় পরিষ্কার রাখুন।

বাইরে থেকে এসেই পা ধুয়ে ফেলুন। এক্ষেত্রে শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। পা ধোয়ার পর শুকনো তোয়ালে দিয়ে পা মুছে ফেলুন। মোজা প্রতিদিন ধুয়ে ফেলুন। ধোয়ার পর ভালো মতো শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করুন। নিয়মিত জুতো পরিষ্কার রাখুন। চাইলে জুতায় মাঝে মধ্যে পাউডার দিয়ে রাখতে পারেন। মাঝে মধ্যে জুতো রোদে দিয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। সম্ভব হলে কয়েক জোড়া জুতো এবং মোজা ব্যবহার করুন। সুতি মোজা ব্যবহার করলে ভালো কারণ সুতি মোজা ঘাম শুষে নেয়। বাজারে ঘাম শুষে নেয় এমন জুতোও পাওয়া যায়। চাইলে এমন জুতো ব্যবহার করুন।

যে বাজে অভ্যাস ক্ষয় করে দিচ্ছে আপনার দেহের হাড়

আমাদের দেহোর হাড়ের তৈরি কঙ্কাল দেহকে সঠিক আকারে এবং সঠিকভাবে চলাচলে সহায়তা করে তাকে। হাড় দিয়েই আমাদের দেহের সঠিক কাঠামো তৈরি। হাড় না থাকলে আমাদের দেহ কি ধরনের হতো তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু আমরা হাড়ের যত্নে তেমন কিছুই করি না।

বরং এমন কিছু কাজ করি যা আমাদের হাড়ের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর। হাড়ের রোগগুলোর মাঝে অস্টিপোরোসিস বর্তমানে সব থেকে বেশি নজরে পড়ে।

এই রোগটির কারণে হাড়ের মজবুত গঠন নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। আমাদেরই কিছু বদঅভ্যাসের কারণে হাড়ের ক্ষতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিছু অভ্যাস হাড়ের ক্ষয় করে চলেছে যার কারণে দেহে বাসা বাঁধছে হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যা।

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া—

ক্যালশিয়াম ও ভিটামিন ডি আমাদের হাড়ের গঠন মজবুত করে। যদি এগুলো পরিমিতি খাওয়া না হয় তাহলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বাড়ে এবং হাড় ক্ষয় হয়। অল্প বয়সেই হাড়ের ক্ষয়জনিত সমস্যায় পড়তে হয়।

একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকা—

একটানা অনেকটা সময় বসে থাকার অভ্যাস যদি নিয়মিত পালন হয় তাহলে তা আপনার হাড় ক্ষয় করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

অতিরিক্ত সফট ড্রিংকস পান করা—

ছেলেবুড়ো সকলেরই পছন্দের পানীয় সফট ড্রিংকস পান করে থাকে। কিন্তু এই সফট ড্রিংকস প্রতিনিয়ত হাড় ক্ষয় করে চলেছে। এসব ড্রিঙ্কসে রয়েছে ফসফরিক এসিড যা প্রস্রাবের মাধ্যমে দেহের ক্যালশিয়াম দূর করে দেয়। যার ফলে ক্ষয়ে যেতে থাকে অস্থি।

স্টেরয়েড ব্যবহার করা—

অনেকেই বডি বিল্ডিংয়ের জন্য বা অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় স্টেরয়েড ব্যবহার করেন যা হাড় দুর্বল করে ফেলে। অনেকটা সময় ধরে স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

রবিবার আগরতলায় সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং ও উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

কৃতীদের হাতে নারী শক্তি পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ১৫ জন কৃতী মহিলাদের হাতে নারী শক্তি পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

সমাজের নারী প্রগতিতে বিশেষ অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের তরফে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনার তিন মহিলা ফাইটার পাইলট।

রবিবার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত মহিলা ফাইটার পাইলট মোহনা জিতারওয়াল, অবনী চর্তুবেদী, ভাবনা কান্থ। পরীক্ষামূলক ভাবে মহিলাদের যুদ্ধবিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেই মতো ২০১৮ সালে এই তিন ফাইটার পাইলট একক ভাবে মিগ-২১ বাইসন চালান।

এছাড়াও পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে উল্লেখজনক হলেন মহারাষ্ট্রের রশ্মমি উরুধওয়ারদেশ। বিগত ৩৬ বছর ধরে গাড়ি শিল্পে মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে গিয়েছেন তিনি। আদিবাসী মহিলা, বিধবাদের জন্য কাজ করে যাওয়া অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা পাদালা ভুদেবী। এদিন রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। বয়স জনিত কারণে কেরলের কোল্লাম থেকে এই সম্মান নিতে দিল্লিতে আসতে পারেননি ভাগিরথী আম্মা।

এদিন যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তারা হলেন বিহারের মুঙ্গরের বীণা দেবী, জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে আরিফা জান, ঝাড়খন্ডের সরাইকেলা, লেহ-লাদাখের নিলজা ওয়াঙ্গমো, পাতিয়ালার সর্দানী মান কাউর সহ অন্যান্যরা। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

করিমগঞ্জের লোয়াইরপোয়ায় ফরেস্ট রিজার্ভে বেদখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান

লোয়াইরপোয়া (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অধীন লঙ্গাই বিটের বাদশাহী সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাতিয়ালায় অবৈধ জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রেখে বন দফতর। গত কয়েদিন ধরে লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের কর্মকর্তারা এসকেভেটর (জেসিবি) নিয়ে পাতিয়ালা বনাঞ্চলে গিয়ে আটটি অবৈধ বসতগৃহ ভেঙে, ১২টি ফিশারি কেটে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন শনিবারও এ ধরনে অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে রবিবার তাদের উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন লোয়াইরপোয়া রেঞ্জের ইনচার্জ এসএস নাথ। তিনি জানান, আগামী দোলোৎসবের পর থেকে ফের তাঁরা উচ্ছেদ অভিযানে নামবেন।

বন বিভাগের এই ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার সচেতন মানুষজন। জানা গেছে, গণ-অভিযোগের ভিত্তিতে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের সুপারিশে বনমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের কড়া নির্দেশে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদে নেমেছে করিমগঞ্জ ডিভিশনাল ফরেস্ট দফতর। অভিযোগ, গত বেশ কিছুদিন ধরে সংরক্ষিত ওই বনাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ফিশারি তৈরি অবৈধভাবে জবরদখল করে বসতঘর বানিয়ে বসবাস শুরু করেছিল পরিবার।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : শোষণ ভিত্তিক শ্রেণি ব্যবস্থায় সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের বিনিময়ে বিশ্বব্যাপী মহিলাদের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নারী সমাজের কাছে এক বড় সফলতা। নারী শোষণ বস্তুত শ্রেণি শোষণের অঙ্গ। পশ্চাদপদ সমাজে শ্রেণি শোষণের সঙ্গে মধ্যযুগীয় চিন্তা, চেতনা, কুসংস্কার রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় নারী স্বাধীনতার পরিসরকে আরও সংকুচিত করেছে। তারই প্রতিনিয়ত প্রতিফলন ঘটছে প্রত্যেক মহিলার দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবন থেকে কর্মজীবনে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার করিমগঞ্জে আয়োজিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠে এই কথাগুলিই উঠে আসে।

সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সভানেত্রী নমিতা নাথের পৌরোহিত্যে নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী আজ সকাল ১১ টায় সভার কাজ শুরু হয়। শহরের শম্ভুসাগর পার্কে অবস্থিত রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে বিভিন্ন বক্তারা বলেন, কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার, সমমর্যাদা, সমকাজে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সম মজুরি এবং কর্মস্থলে নিরাপত্তার দাবিতে মহিলাদের প্রতিনিয়ত রাস্তায় নামতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' নীতির আড়ালে নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে ব্যাপক অত্যাচার। নারী সবলীকরণের বদলে, কেন্দ্রীয় বাজেটে নারীর জন্য নির্ধারিত সামাজিক প্রকল্পগুলিতে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস করা, মিড ডে মিল কর্মীদের ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা, মহিলা শ্রমিকদের প্রতি দীর্ঘ বঞ্চনা অবসানে সরকারি অনীহা ইত্যাদির বিরুদ্ধে মহিলাদের প্রতিনিয়ত সমগ্র দেশজুড়ে লড়াই করতে হচ্ছে।

বক্তারা বলেছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতায় মহিলাদের যথাযত অংশীদারিত্ব থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। সংসদে আজ পর্যন্ত মহিলা প্রতিনিধিত্ব বিলও পাশ হয়নি। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের সভায় মূলত এই কথাগুলিই বিভিন্ন বক্তার কণ্ঠে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য পায়। শোষণ ভিত্তিক অর্থনীতি যেখানে রাষ্ট্র নীতি বা রাষ্ট্রধর্ম সেখানে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রথাগত বৈষম্য থেকে নারী মুক্তি কেবলমাত্র ব্যবস্থা উৎপাটনের মাধ্যমেই ঘটতে পারে বলে বক্তারা মত প্রকাশ করেন। যুগ যুগ ব্যাপী দৃঢ়মূল সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার মহিলাদের সার্বিক মুক্তি শুধু আইনের সংস্কার এবং নুতন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঘটবে না। এর জন্য চাই সমাজের গভীরে বিদ্যমান শেকড়কে সমূলে উৎখাত করা।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পুণ্য লগ্নে সমগ্র দেশের নারীর প্রতি এই আহ্বান জানান বিভিন্ন বক্তা। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্যা হাসিনা রহমান চৌধুরী, মীরা চক্রবর্তী, কল্যাণী আদিত্য, কৃষ্ণকলি দাস, সুকন্যা চৌধুরী, পুতুল দে প্রমুখ।

ঐতিহ্য মেনে আজও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে কাঁকসার বনকাটি প্রচীন দোলউৎসব

দুর্গাপুর, ৮ মার্চ(হি.স.): রাজা নেই। রাজপাটও নেই। রয়ে গেছে তৎকালীন সময় উৎসবের ঐতিহ্যের রীতি। আর আজও সেই ঐতিহ্য মেনে দোল উৎসবের মেতে ওঠেন কাঁকসার বনকাটিবাসী। দোলপুর্নিমার আগে শুরু হয়ে গেছে সেই মহৎসবের তোড়জোড়।

কাঁকসার জঙ্গলমহলে বনকাটি গ্রামে। পানাগড়- মোরগ্রাম রাজ্যসড়কের এগারো মাইল মোড় থেকে চার কিলোমিটার পুর্বে গ্রামটি। রাজা বল্লাল সেনের আমলে গ্রামটি তৈরী হয়। চারদিকে শাল পিয়ালের জঙ্গল। অজয় নদী পথে বানিজ্যিক সুবিধার্থে গ্রামেছিল জমিদার। ঐতিহ্যে মোড়া গ্রামে হিন্দু বাঙালিদের প্রায় সবরকমের পুজো আর্চনা হয়। রয়েছে একাধিক প্রচীন মন্দীর। যা আজও ইতিহাস বহন করে। তবে বেশ কিছু মন্দির রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে ধ্বংসের পথে। বনকাটি গ্রামের সেরকমই এক উৎসব দোল। গ্রামে মচ্ছব নামে বেশি প্রচলিত। গ্রামের আশ্রমে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সেখানে প্রায় একফুট উচ্চতার অষ্টধাতুর বিগ্রহ রয়েছে। গ্রাম ষোল আনা থেকে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়েছে। অনিলকুমার রায় প্রবীন গ্রামবাসী জানান,' মন্দিরে দেখাশোনা করে বৈষ্ণবরা। আশপাশের গ্রামে হরিনাম করে আশ্রমে থাকে। মাঝে মধ্যে জয়দেবধামে সাধু সন্তরা যাওয়ার পথে বিশ্রাম নেয়।'

দোল উৎসব প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' সকাল থেকে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে চলে আবীর খেলা, গ্রাম পরিক্রমা। এদিন দুপুর ১২ টার পর আর কোন রং, আবীর খেলা হবে না। এটা বংশপরম্পরা চলে আসে। দুপুরে নরনারয়ন সেবা অন্নভোগ হবে। ভাত, ডাল, নবরত্ন সব্জি, পোস্ত, পায়েস, বঁদে হয়। আবার সন্ধ্যায় আরতি, আবীর খেলা, হরিনাম সংকীর্তন।' লালু রায় নামে আর এক বাসিন্দা বলেন,' ভেদাভেদ ভুলে গ্রামের এই উৎসবে জাতি, ধর্ম, বর্ন নির্বেশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নেয়। এক সাম্প্রীতির মিলন উৎসব।'

বায়ুসেনার মহিলা পাইলটদের হাতে তুলে দেওয়া হল নারী শক্তি পুরস্কার

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : ভারতীয় বায়ুসেনার তিন মহিলা ফাইটার পাইলটদের হাতে নারী শক্তি পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।রবিবার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে এই সম্মান পেয়ে উচ্ছ্বসিত মহিলা ফাইটার পাইলট মোহনা জিতারওয়াল, অবনী চর্তুবেদী, ভাবনা কান্থ। পরীক্ষামূলক ভাবে মহিলাদের যুদ্ধবিমান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সেই মতো ২০১৮ সালে এই তিন ফাইটার পাইলট একক ভাবে মীগ-২১ বাইসন চালান। হায়দরাবাদ এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অবনী চর্তুবেদী বর্তমানে বায়ুসেনায় ফ্লাইট লেফটেনেন্ট পদে কর্মরত। রাজস্থানের সুরাটগড়ে পোস্টিং রয়েছেন তিনি। ভাবনা কান্থ বর্তমানে হরিয়ানার আম্বালায় কর্মরত।

উপাচার্যের ইস্তফা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না শিক্ষামন্ত্রী : সরব রাজ্যপাল

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.):বসন্ত উৎসবে অশ্লীলতা নিয়ে উত্তাল হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উ ফের রবীন্দ্রভারতী কাণ্ডে নয়া মোড় উরবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ইস্তফার ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় ।

বসন্ত উৎসবে অশ্লীলতার সমস্ত দায় ভার শুক্রবার ইস্তফা দেন উপাচার্য সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরীউ শনিবারই খারিজ হয়েছে উপাচার্যের ইস্তফাপত্র উ তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। শিক্ষামন্ত্রীকে ইস্তফাপত্র দিয়েছেন উপাচার্য তা নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল।

রবিবার এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন , 'কোনওভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ইস্তফা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না শিক্ষামন্ত্রীউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ইস্তফা দিলে তা দিতে হবে আচার্যর কাছে উ কিন্তু তা ঘটেনি। এটা রাজ্যপালের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ উ যারা এ কাজ করেছে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে উ উপাচার্য কেন ইস্তফা দেবেন উ এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সবাই মিলে লড়তে হবে'।

উল্লেখ্য,রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে শাড়ি পরা কিছু মহিলার খোলা পিঠে আবির দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান বিকৃত করে অশ্লীল শব্দ লেখা রয়েছে উ মেয়েদের পাশাপাশি কয়েকজন ছেলের বুকেও অশ্লীল শব্দ লেখা উ যা ঘিরেই মূলত বিতর্ক শুরু হয়েছে।

নারী দিবসকে সম্মান জানিয়ে রাজ্যসভায় তৃণমূলের ৪ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন মমতা

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের ক্ষমতায়নের বার্তা দিয়ে অর্ধেক মহিলা সহ রাজ্যসভায় তৃণমূলের চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ রবিবার নারী দিবসের দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট করে তৃণমূলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। সেখানে প্রার্থী হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করেছেন লোকসভার প্রাক্তন সাংসদ তথা নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ, লোকসভার প্রাক্তন সংসদ তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী, প্রাক্তন সাংসদ ও বিধায়ক তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য তৃণমূল সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং প্রাক্তন সংসদ মৌসম বেনজির নূরের।

সামনেই রাজ্যসভা নির্বাচন। রাজ্যে পাঁচটি আসন ফাঁকা হচ্ছে। এর মধ্যে তৃণমূলের হাতে রয়েছে চারটি। সেই চার আসনে রবিবার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস উ রবিবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠকে করে দলের কোনও মুখপাত্র নয়, টুইটারে চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ এদিন রাজ্যসভার প্রার্থী ঘোষণা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নারী দিবসকে সম্মান জানিয়ে লেখেন, "আমি গর্বের সঙ্গে জানাতে চাই, এবার রাজ্যসভায় আমাদের দলের প্রার্থীরা হলেন অর্পিতা ঘোষ, দীনেশ ত্রিবেদী, সুব্রত বক্সি, মৌসম বেনজির নূর।" এরপরই মমতা লেখেন, "মহিলাদের ক্ষমতায়নে আমরা সর্বদা সচেষ্ট। তাই অর্ধেক আসনে আমাদের মহিলা প্রার্থী। সবশেষে মুখ্যমন্ত্রী হেজ ট্যাগ দিয়ে লিখেছেন ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে।" তৃণমূল কংগ্রেস যাঁদের প্রার্থী করেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে তাঁদের তিনজনই গত লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। মৌসম বেনজির নুর মালদহ উত্তরে বিজেপির খগেন মুর্মুর কাছে পরাজিত হন। অর্পিতা ঘোষ বালুরঘাটে পরাজিত হন বিজেপির সুকান্ত মজুমদারের কাছে। আর দীনেশ ত্রিবেদী পরাজিত হন বারাকপুরে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের কাছে। সেই তিনজনকেই এবার রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছেন মমতা। একই সঙ্গে প্রথম দিন থেকে দলের সৈনিক সুব্রত বক্সিকেও পাঠাচ্ছেন রাজ্যসভায়। তিনি অতীতে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা আসন থেকে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন। কিন্তু উনিশের ভোটে আর লোকসভায় প্রার্থী হতে চাননি তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি। তখনই ঠিক ছিল তাঁকে রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের যে পাঁচ সাংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে এই নির্বাচন হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের তরফে ছিলেন শিল্পী যোগেন চৌধুরী, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা প্রাক্তন বিদ্যুৎ মন্ত্রী মণীশ গুপ্ত, শিল্পপতি কে ডি সিংহ এবং আহমেদ হাসান ইমরান এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের মধ্যে কে ডি সিংহের সঙ্গে তৃণমূলের এখন আর কোনও সম্পর্ক নেই। ইমরানের সঙ্গেও দূরত্ব অনেক বাড়িয়ে নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। যোগেন এবং মণীশ এখনও দলেই রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের আর টিকিট দিলেন না মমতা। বরং ২০১৯-এর লড়াইয়ে যাঁরা জিততে পারেননি, তাঁদেরই অগ্রাধিকার দিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ২৬ মার্চ রাজ্যের খালি হওয়া পাঁচ আসনের সঙ্গে সারা দেশের ৫৫টি আসনের রাজ্যসভার নির্বাচন। আগামী ১৩ মার্চের মধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন। ১৬ মার্চ হবে স্ক্রুটিনি। ভোট হবে ২৬ মার্চ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। সে দিনই ফল প্রকাশ।

মানুষ যাদের রিজেক্ট করেছে এরা তাদেরই প্রোজেক্ট করছে, তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রার্থী নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা,৮ মার্চ (হি.স.):রবিবার রাজ্যসভায় চার পার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।আর এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত নিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন , 'তিনি বলেন, তৃণমূল অর্পিতা ঘোষ, মৌসম নুর ও দীনেশ ত্রিবেদীকে রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে। মানুষ এদের রিজেক্ট করেছে। এদেরকেই প্রোজেক্ট করছেন মমতা'।

প্রসঙ্গত,রাজ্যসভায় চার পার্থীর নাম ঘোষণা তৃণমূলেরউরবিবার টুইট করে চার পার্থীর নাম ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থীরা হলেন দীনেশ ত্রিবেদী, সুব্রত বক্সি, মৌসম বেনজির নূর এবং অর্পিতা ঘোষ।

ইতালিতে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত ২৩৩

রোম, ৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের জেরে জেরবার ইতালি। মারণ এই রোগে মৃতের সংখ্যা সেখানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৩। আক্রান্ত ৫০১৬।

ইতালিতে সব থেকে খারাপ অবস্থা লোম্বার্ডিতে। সেখানে আক্রান্ত ২৭৪২। লোম্বার্ডি সহ একাধিক অঞ্চলকে কোয়ারেনটাইন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। করোনাতে ইতালিতে যে সকল রাজ্যগুলি আক্রান্ত হয়েছে সেগুলি হল রেজিও, এমেলিয়া, রিমিনি, পেসারো, উরবিনো, ওসোলো।

গোটা ইউরোপে করোনাভাইরাস সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ইতালি। এই দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ইতালিতে সনাক্ত নতুন আক্রান্তের খবর ঘোষণা দিয়েছে। বুধবারও

করোনায় প্রভাবিত দেশগুলিতে যাওয়া ও আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির আহ্বান কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসে আক্রান্ত এমন দেশগুলিকে ভারতীয়দের যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। রবিবাসরীয় দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমনই আর্জি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এদিন অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের সঙ্গে দেখা করে করোনায় আক্রান্ত দেশগুলিতে যাওয়া ও আসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির অনুরোধ করব। ভারতে যারাই করোনায় আক্রান্ত হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই করোনায় আক্রান্ত দেশগুলিতে যাওয়ার ইতিহাস রয়েছে।

করোনার জেরে দিল্লির অবস্থা বলতে গিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, দিল্লিতে এখনও পর্যন্ত করোনায় তিনজন আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম রোগী ১০৫ মানুষের সংস্পর্শে এসেছিল। দ্বিতীয়জন ১৬৪ জন এবং তৃতীয়জন ৬৪ জনের সংস্পর্শে এসেছে। এদের প্রত্যেকেই কুয়ারেনটাইন করা হয়েছে। দিল্লি সরকারের ৪০জন চিকিৎসক বিমানবন্দরে যাত্রীদের স্ক্রিনিং করেছে। এখনও পর্যন্ত ১৪০৬০৩ যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

বিগত ১৪ দিনে যে সকল মানুষ বিদেশ থেকে দিল্লিতে এসেছে, তাদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। দিল্লি সরকারের ২৫টি হাসপাতালে ১৬৮ আইসোলেশন শয্যা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, এবার থেকে নিয়মিত বাস এবং মেট্রোর রেখগুলিকে নিয়মিতভাবে জীবাণুমুক্ত করা হবে।

চিনে ভেঙে পড়ল হোটেল, নিহত চার

বেজিং, ৮ মার্চ (হি.স.) : হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল বিলাসবহুল হোটেল। নিহত চার। শনিবার রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব চিনের ফুজিয়ান প্রদেশের লিচেং জেলার কুয়ানঝাউতে।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় হঠাৎ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে পাঁচতলা বিলাসবহুল হোটেলটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে ২০০ জন দমকলকর্মী। পরে আরও দমকলকর্মী উদ্ধার কাজে যোগ দেয়। প্রায় ৮০০-র বেশি দমকলকর্মীর প্রচেষ্টায় ৪২ জনকে হোটেলের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।তাদের পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। পাশাপাশি রবিবার সকালে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কি কারণে এমন বিপর্যয় হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে বহুতল হোটেলটিতে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছিল। ২০১৮-তে এই হোটেলটি খোলা হয়। রয়েছে ৮০টি ঘর। এও জানা গিয়েছে গোটা হোটেলটিকে কোয়ারেনন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করছিল চিনা স্বাস্থ্য দফতর। করোনা আক্রান্ত সন্দেহে রোগীদের রাখা হচ্ছিল এখানে। তাদের উপর নিয়মিত চলছিল পর্যবেক্ষণ।

বাঁকুড়ার লক্ষ্যাতড়া মহাশ্মশানের কালী মন্দিরে বিগ্রহের গহনা চুরি

বাঁকুড়া (হি. স) ৮ মার্চ - প্রাচীন লক্ষ্যাতড়া মহাশ্মশানে কালী মন্দির থেকে মা কালীর মূর্তির গহনা চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়া শহর জুড়ে।শনিবার অধিক রাত্রিতে দুষ্কৃতীরা মন্দিরের তালা ভেঙে মুকুট, সোনার জিভ, নাকছাবি, পায়ের তোড়া সহ বিভিন্ন গহনা নিয়ে চম্পট দেয়।মন্দিরে প্রনামী বাক্সের টাকাও নিয়ে পালায়।

শ্মশানে পুরসভার বৈদুতিক চুল্লিতে কর্মরত কর্মীরা চুরির ঘটনা টের পেতে বাইরে বেড়িয়ে এসে দেখে মন্দিরের তালা ভাঙা, মূর্তির গহনা নেই, তারা সঙ্গে উপ পুরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল কে ঘটনা জানালে দিলীপবাবু পুলিশে খবর দেন। দিলীপবাবু বলেন রাত্রি প্রায় দুটোর পর পুরসভার কর্মীরা মন্দিরের তালা ভেঙে চুরির ঘটনা জানায় আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিই। মন্দিরে এসে দেখি তালা ভাঙা, তালা গুলিও দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে, মায়ের রুপোর মুকুট, সোনার জিভ, তিনটি নত, পায়ের তোড়া প্রনামী বাক্সের টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

উল্লেখ্য বছর চারেক আগে এই মন্দিরে একই ভাবে চুরি হয় গহনা, টাকা।ফের চুরি হওয়ায় পুলিশের উপর ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন শহর বাসী।পুরসভার অধীনে থাকা বাঁকুড়ার প্রাচীন এই শ্মশানটিতে চুরি ঠেকাতে আমরা শ্মশানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান দিলীপবাবু ।

করোনা রোগীদের নমুনা সংগ্রহের প্রশিক্ষণ রাজ্যের ৫ হাসপাতালে

কলকাতা,৮ মার্চ (হি.স.):করোনা নিয়ে রাতের ঘুম উড়েছে শহরতলী থেকে গোটা দেশেরউকরোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য দফতরওউএবার করোনা রোগীদের নমুনা সংগ্রহের রাজ্যের ৫ হাসপাতালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত উ পাশাপাশি বেসরকারী হাসপাতালে গুলোতেও আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরির ব্যবস্থা। সূত্রের খবর, সন্দেহভাজন করোনা রোগীদের নমুনা সংগ্রহে রাজ্যের ৫ হাসপাতালে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্তউ উত্তরবঙ্গ, মালদা, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রশিক্ষণ উ আরজিকর মেডিক্যালেও নমুনা সংগ্রহের প্রশিক্ষণ। ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় জেলায় জেলায় নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সাস্থ দফতর।

রবিবার ত্রিপুরা জুডিশ্যাল এমপ্লয়ীজ এসো সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে বিদেশ থেকে আসা এক যুবকের

মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ (হি.স.) : মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে চিকিৎসাধিন বিদেশ থেকে আসা এক যুবক ঊ রক্তের রিপোর্ট আসার আগেই রবিবার মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে মুত্যু হয় সৌদি আরব থেকে ফেরা মুর্শিদাবাদের যুবকের ঊ স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাইসেডের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় ওই যুবকের মৃত্যু কারণ কী।

জানা গেছে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম পলাশপাড়ার বাসিন্দা অনারুন সেখ কয়েক দিন আগেই সৌদি আরব থেকে জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপের সমস্যা নিয়ে ফেরেন ।শনিবার তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আইসোলেশনে পাঠিয়ে দেন এবং নভেল করোনাভাইরাস হয়েছে কিনা জানার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে বেলাঘাটা আইডি হাসপাতালে পাঠান হয় ঊ তবে রক্তের রিপোর্ট আসার আগেই মৃত্যু হল তাঁর।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, ৩৩ বছরের ওই যুবকের সমস্ত লক্ষণই মিলে যাচ্ছিল করোনাভাইরাসের গাইডলাইনের সঙ্গে। তার উপরে তিনি সৌদি-ফেরতা। সেই কারণেই তাঁরা কোনও ঝুঁকি নেননি। কিন্তু তাতেও অবশ্য বিপদ এড়ানো গেল না। আজ, রবিবার মারা যান এনারুল। এনারুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক ঘনায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে।

স্বাস্থ্য দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, শুধু সন্দেহের বশে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না। রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সকলেই অন্ধকারে এবং দুশ্চিন্তায়।

উল্লেখ্য, ভারতে ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯। রবিবার কেরলের একই পরিবারের পাঁচ জনের দেহে ধরা পড়েছে এই অসুখ। কিন্তু এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গও ঢুকে পড়ল কিনা, তা নিশ্চিত হওয়া যাবে মুর্শিদাবাদে মৃত যুবকের রক্তপরীক্ষার রিপোর্ট এলেই।

মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ পালন

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি.স.): মহা সমারোহে জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ পালিত হল মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে।দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে ৪৯ তম জাতীয় সুরক্ষা সপ্তাহ, এই উপলক্ষে ডিভিসির এমটিপিএস সুরক্ষা বিভাগ বাড়ি থেকে রাস্তা হয়ে কর্ম ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে নানান কর্মসূচি গ্রহন করে।ডিভিসির মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের সেফটি অফিসার উদয় সাহা কেন্দ্রের সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেন, বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজ করা অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ। ডিভিসির নিজস্ব কর্মী ছাড়াও প্রকল্পে এমটিপিএসে প্রায় ৪ হাজার কর্মী বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রত্যেকটি এলাকা দুর্ঘটনা প্রবণ ।সেকারনে সবসময়ই নজরদারি চালানো হয়। তিনি বলেন ২০১৫ সাল থেকে আমরা এই প্রকল্পে দুর্ঘটনা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে এনেছি। এই সময়ের মধ্যে কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।২০১৭ এবং ২০১৮ এই দু বছরে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটেনি। তিনি বলেন, তবে ২০১৯ সালে ৫ টি ছোটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। এতে বেশ কিছু কর্ম দিবস নষ্ট হলেও শ্রমিকদের কোনো ক্ষতি হয়নি।এমটিপিএসের আরেক সেফটি অফিসার মইনুল হক বলেন কর্মী ও ঠিকা শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে স্লোগান কমপিটিশন, অঙ্কন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ।এছাড়াও প্রচার পত্র, হোর্ডিং, সেমিনার সহ নানান ভাবে সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয় শনিবার।এই পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিএস) প্রদীপ কুমার সিকদার, ডিজিএম (প্রশাসন) প্রবীর কুমার চাঁদ, মানবসম্পদ বিভাগের অ্যাডিশনাল ডাইরেক্টর রঞ্জিত কুমার রজক। চিফ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ কুমার সিকদার বলেন, এমটিপিএস বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে, যা ভারতের গর্ব। এর শরিক আমরা সকলেই। বিগত পাঁচ বছরে সুরক্ষা বিভাগের সতর্ক নজরদারিতে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে তাতে সেফটি বিভাগে ধন্যবাদের যোগ্য। ঠিকা সংস্থা গুলিও শ্রমিক সুরক্ষায় তৎপর থেকেছে যার ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।আগামী দিনেও সকলে এ বিষয়ে সজাগ থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা ঠেকাতে চায়না রং, বয়কটের অবেদন ব্যাবসায়ীদের

হুগলী, ৮ মার্চ (হি.স.): চায়না রং, টুপি, পিচকারী, মাস্ক প্রভৃতি বয়কট করুন। ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস থেকে নিজে বাঁচুন অপরকে বাঁচান। আসছে দোল উৎসব। আপামর বাঙালি মাতবে রং-খেলায়। পরের দিনই হোলির রং-এ রঙীন হবে হিন্দী বলয়ের আসমান। আর এই দোল ও হোলি উৎসবে বিগত কয়েকবছর ধরে ভারতের বাজার দখল করেছে চায়না রং। কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আতঙ্কিত গোটা বিশ্ব। আর এই মুহূর্তে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা চিনে সর্বাধিক। তাই করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে সেধরনের যেকোন পন্য ভারতে আসায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম রং ও আবীর। করোনা আতঙ্কে ইতিমধ্যে এবছর হোলির উৎসবে অংশগ্রহন করবেন না বলে জানিয়েছেন দেশের রাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এবারে সেকথা মাথায় রেখে শহরের এক ব্যাবসায়ী চায়না রং সহ দোলে ব্যাবহৃত যেকোন চায়না জিনিস বয়কটের ডাক দিলেন। শুধু বয়কটই নন তিনি নিজেও দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরী দেশী রংল ও আবীর বিক্রি করছেন। এই মর্মে চুঁচুড়া পিপুপাতির রং-ব্যাবসায়ী তরুন কুমার ঘোষ রিতীমত মাইক বাজিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। সারাদিন তাঁর দোকানে লাগানো মাইকে চায়না রং বয়কটের প্রচার চলছে। তরুন বাবু বলেন বাঙালি বছরে একবার রং খেলবে না তা তো হয়না। তবে চায়না রং দিয়ে নয়। বর্তমান করোনা আবহে চায়না রং-আবির বয়কট করতেই হবে। তাই আমরা এভাবে প্রচার চালাচ্ছি।

বাংলার গর্ব মমতা কর্মসূচি পালিত রিষরায়

হুগলী, ৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী বাংলার গর্ব মমতা। এই কর্মসূচি অনুযায়ী ৭৫০০০ এরও বেশী সংখ্যক দলীয় নেতা এবং তৃণমূল স্তরের কর্মী ১৫০০০ জনবসতিতে যাবেন এবং সারা বাংলায় প্রায় আড়াই কোটি মানুষের কাছে পৌঁছাবে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ পুনর্জীবিত করে এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হিসেবে আজ হুগলি জেলার রিষরা বৈদ্যবাটি সিঙ্গুর চন্ডীতলা ওপুড়শুড়া সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় এই কর্মসূচি পালিত হয় রিষরায়।

রবিবারের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক ডাক্তার সুদীপ্ত রায় এবং রিষরা পুরসভার চেয়ারম্যান বিজয় সাগর মিত্র। অন্যদিকে বৈদ্যবাটিতে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হুগলি জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দিলীপ যাদব পুরপ্রধান অরিন্দম গুইন এবং জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি এবং বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান কাউন্সিল সুবীর ঘোষ। চন্ডীতলায় সেখানকার বিধায়ক স্বাতী খন্দকার আজকের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।সেখানেও তৃণমূলের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।এবং সেখান থেকে শপথ নেয়া হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্মসূচি দিয়েছেন তা তারা সফল করবেন।

অন্যদিকে রিষরায় সভায় সাংবাদিকদের ডাক্তার সুদীপ্ত রায় জানান আমরা প্রত্যেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী এই কর্মসূচিতে অংশ নেব। এর ফলে মানুষের সঙ্গে মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে।আসা করি আগামী বিধানসভা ভোটে এবং অন্যান্য যে নির্বাচনরয়েছে তাতে ভালো ফল করবে তৃণমূল কংগ্রেস।আজকে সিঙ্গুরের বিধায়ক রবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য সিঙ্গুরের কর্মসূচির সূচনা করেন।

বিজেপির রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবির

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি.স.): দলীয় নীতি ও নির্দেশ পালন এবং সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে আজ বিজেপির এক রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।বাঁকুড়া সদর থানার অন্তর্গত পুরন্দর পুর উচ্চ বিদ্যালয় সভাগৃহে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে পুরন্দর পুর, জুনবেদিয়া, মানকানালী অঞ্চলের বুথ সভাপতি, শক্তি প্রমুখ এবং মন্ডল নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহন করে।বাঁকুড়া ২নং মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলা সহ সভাপতি সত্যনারায়ন মুখার্জি, দিলীপ পাল, মন্ডল সভাপতি মানস হাজরা এবং জেলা নেতা অজয় ঘটক বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।তারা দলীয় নীতি এবং সমসাময়িক ঘটনা বলী উল্লেখ করে দলের ভূমিকা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।এই সব বিষয় গুলি সাধারন মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানানো হয়

ছাত্র যুব সমাজের

আটের পাতার পর

মূলত এই ডেপুটেশান প্রদান করা হয়। তাছাড়া মেঘালয়ে বাঙালীদের উপর যেভাবে নির্যাতন চলছে তার জন্য সেখানকার সরকারকে অতিদ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের নেতৃত্বরা।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ বলেন, রাজ্যে যেন কেউ নারীদের উপর নির্যাতন না করে তা প্রতি' করতে হবে। এবছর নারী দিবসের মূল ভাবনার উপর আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন ড. চন্দ্রিকা বসু মজমদার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত। সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব দীপা ডি নায়ার। মে' ছিলেন আয়োজক দপ্তরের অধিকর্তা গু' সনোবার। মে' রাজ্যভিত্তিক ক্যুইজ ও শ্লোগান প্রতিযোগিতায় বিজয়িদের পুরস্ক'ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে সঙ্গীত পরিবেশন করে শচীন দেববর্মণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

নারী দিবসের স্বীকৃতি

তিনের পাতার পর

বিভিন্ন দেশের সমাজতন্ত্রীরা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ পালিত হতে লাগল। বাংলাদেশেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার লাভের পূর্ব থেকেই এই দিবসটি পালিত হতে শুরু করে। অতঃপর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

দুই গরু চোর

তিনের পাতার পর

জনতাকে সঙ্গে নিয়ে গরু দুটি সেখান থেকে উদ্ধার করেছেন পালংঘাট ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ ও তাঁর সহযোগীরা। এদিকে পুলিশ ও গ্রামবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে আগেই গা ঢাকা দেয় আব্দুল রহিম। আব্দুল রহিমকে ধরতে জাল বিছায় পালংঘাট পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য লাভ করেন তাঁরা। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শনিবার নতুনবাজার থেকে অভিযুক্ত আব্দুল রহিম ওরফে আব্দুল রবকে পাকড়াও করেন পালংঘাট ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ বিপি রাভা।

ধৃত আব্দুল রহিম পুলিশকে জানিয়েছে তার সাথে দুই গরু চুরির সঙ্গে লিপ্ত ছিল তার প্রতিবেশী নুর ইসলাম লস্কর। আব্দুলের বয়ান মতে শনিবার রাতেই অভিযান চালিয়ে নুর ইসলামকে আটক করে পুলিশ। অবশেষে প্রাথমিক তদন্তের পর তাদের দুজনকেই আদালতে আজ পেশ করা হয়। জানা গেছে, সেখান থেকে আদালতের নির্দেশে তাদের পাঠানো হয়েছে জেল হাজতে।

অপর দিকে আব্দুল রহিম সম্পর্কে জানা গেছে, সে ধলাইয়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চল রজনীখালের বাসিন্দা ছিল। সেখানে সরকার অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালালে সে কাবুগঞ্জে তার শ্বশুর বাড়িতে কয়েক দিন ছিল। সেখান থেকে গত মাসখানেক আগে রুকণি দত্তপাড়ায় ঘর তৈরি করে বসবাস করছে। বড় মাপের গরু পাচারকারীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করছেন পুলিশ অফিসার ও সাধারণ মানুষ।

বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি.স.): বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজের এন এস এস বিভাগ ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে।মাতৃভূমি নামক একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে।অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত গুনীজনদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।তারপর ছাত্র ছাত্রীরা সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেক্যাল্টি এবং সমাজসেবী সুধাকর ঘোষ, এন এস এস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ রায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অধ্যাপক সুধাকর ঘোষ নারীদের সাক্ষরতা প্রসঙ্গে বলেন, দেশের দেড়শো অধিক জেলায় সাক্ষরতা বেশ মার খেয়েছে, সেখানে সাক্ষরতার হার পঞ্চাশ শতাংশের কম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই তালিকায় রয়েছে যা উদ্বেগের বিষয়।

শ্রী রামকৃষ্ণ মিশন এর উদ্যোগে স্কলারশিপ প্রদান

বাঁকুড়া, ৮ মার্চ (হি.স.): বাঁকুড়া শহরের কেন্দুয়াডিহি সিত শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলার মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।

বাঁকুড়া শ্রী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ বলেন জেলার ২৮৬ জন কৃতী ও মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়, মোট চার লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৬২ টাকা স্কলারশিপ দেওয়া হোল। এছাড়াও এদিন ৬৫ জন ছাত্র ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ প্রদান করা হয়।অনুষ্ঠানে উপ পুরপ্রধান দিলীপ আগরওয়াল সহ বহূ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দিলীপবাবু মিশনের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে স্কলারশিপ প্রাপ্ত পড়ুয়াদের সাফল্য কামনা করে তাদের দেশ ও সমাজের কাজেও আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

তিনি। দিল্লী সংযোজন ঃ কেরলে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত পাঁচজন। ফলে সব মিলিয়ে গোটা ভারতে মারণ এই রোগের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৯।

রবিবার কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা জানিয়েছেন, নতুন করে কেরলে পাঁচজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে তিনজন সদ্য ইতালির থেকে দেশে ফিরেছে। তাদের সংস্পর্শে আসার ফলে পাথানামতিতা জেলার দুই বাসিন্দার শরীরে এই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্তদের প্রত্যেককেই হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছেন যে বিদেশ থেকে যারা ভারতে আসছে তাদের প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। অন্যদিকে তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্যসচিব বেল্লা রাজেশ জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত সন্দেহে ১০৮৬জনকে আইসোলেশনে রেখে নজরদারি চালানো হচ্ছে। রাজ্যে একজনের শরীরে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে।

এদিকে উত্তরাখন্ড রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ করোনা আতঙ্কের জেরে রাজ্যের সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আর্থিক

● প্রথম পাতার পর

কে ডব্লিউ ডেভেলপার্স-কে ৭৫০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল ইয়েস ব্যাঙ্ক। কে ডব্লিউ ডেভেলপার্সের সঙ্গে দাউদ ইব্রাহিমের একদা ডান হাত ইকবাল মেমন ওরফে ইকবাল মির্চির কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল বলে আগেই জানতে পেরেছিল ইডি।

অন্যদিকে, দিল্লি ও মুম্বইয়ে রাণার তিন মেয়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালায় ইডি। ইডি সূত্রের বক্তব্য, রাণা ইয়েস ব্যাঙ্কের শীর্ষ পদে থাকার সময় এমন বহু সংস্থাকে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল, যেগুলি লোকসানে ডুবে রয়েছে। ঋণ শোধ না হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও মূলত রাণার নির্দেশেই ব্যাঙ্কের কর্তারা ঋণ মঞ্জুর করেন।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

গেছে। এইনিয়ে দপ্তরের কোনোপ্রকার হেলদোল নেই। জানা যায় শুভঙ্কর বাবু বিনা টেন্ডারে অনেক কাজ অর্থের বিনিময়ে নিজেদের কাছের লোকজনদের পাইয়ে দেন। কাজের গুনগতমান কোনো প্রকার যাচাই করা হয়না বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন লুটের রাজত্বের ফলে কাকুলিয়া ফরেষ্ট রেঞ্জের অধিকাংশ বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় এইব্যাপারে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

প্রতিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বশ্রী বি. তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, আরকিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এবং এন ই জেড সিসি'র আধিকারিকগণ, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি. পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। তিনি জানান রাজ্যে টি-ট্যুরিজমের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

উদ্বোধন

● প্রথম পাতার পর

যাওয়া আসে করে তার থেকে পাঁচ গুন বেশী যাত্রী যাতায়াত করতে পারবে এই টার্মিনালে।

করোনার দাপটে চিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩০৯৭

বেজিং, ৮ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাসের দাপটে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত চিনে। রবিবার নতুন করে মারণ এই ব্যাধিতে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩০৯৭। নতুন করে আরও ৪৪ জন এই মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে।

চিনের স্বাস্থ্য কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার করোনাভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন ১৬৬১ জন। করোনা সন্দেহে ২৩০৭৪ জনকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মারণ এই ব্যাধিতে শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনকের সংখ্যা ৫২৬৪ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২২৫। শনিবার পর্যবেক্ষণের পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৪০২১ জনকে।

দ্যা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(একটি ভারত সরকারের উদ্যোগ)
১৫এন, নেলিই সেনগুপ্ত সরণি, ৭ম তল, কলকাতা- ৭০০০৮৭
ফোন ঃ- ০৩৩-২২৫২-১১০০ ফ্যাক্স ঃ- ০৩৩-২২৫২-১৭৭১
CIN- U17232WB1971GO1027958
আহ্বান করছে
আবেদন নিম্নলিখিত পদের জন্য
অ্যাসিঃ ম্যানেজার (ফিনান্স)-৮টি পদ,
অ্যাসিঃ ম্যানেজার (এইচআর)-৮টি পদ
ডেপুটি ম্যানেজার (লিগ্যাল)-১টি পদ
সমস্ত পদ নিয়মিত
বিস্তারিত জানতে www.jutecorp.in
আবেদন গ্রহণের অন্তিম তারিখ ঃ- ৩০/০৩/২০২০
davp 41122/11/0001/1920

স্বেচ্ছা রক্তদান ত্রিপুরায় সামাজিক প্রথার রূপ নিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। রক্তদান মহৎ দান। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে স্বেচ্ছা রক্তদানে অনেকে এগিয়ে আসছেন। স্বেচ্ছা রক্তদান আজ ত্রিপুরায় সামাজিক প্রথার রূপ নিয়েছে। আজ সকালে আগরতলার জগহরিমুড়ায় মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। সারা বিশ্বে এই দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। মূলতঃ নারীদের স্বশক্তিকরণের জন্যই এই দিনটি পালন করা হয়। তিনি বলেন, রাজন্য আমল থেকেই ত্রিপুরায় নারী কল্যাণের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত রয়েছে। এই কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন মহারাণী তুলসীবতী দেবী ও মহারাণী কা'নপ্রভা দেবী প্রমুখ। আজকের দিনে জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, গোলকিপার লক্ষীতা রিয়াং, খুদে দাবারু অর্শিয়া দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা খেলাধূলায় রাজ্যের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে মহিলা নির্যাতন রোধে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মহিলা নির্যাতন রোধে ও মহিলাদের সচেতন করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করছে। রাজ্যে মহিলাদের সচেতন করতে সাধারণ প্রশাসন, আরক্ষা প্রশাসন ও বিচার বিভাগ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিহাস বলে, নারী নির্যাতন মুক্ত সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ উপহার দিতে পারে। সমাজ দায়বদ্ধ হলে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে গৃহকর্তাকে সংযমী হতে হবে। কোন এলাকায় মহিলা নির্যাতন হলে তা চিহ্নিত করতে হবে। যে কোন এলাকায় মহিলা নির্যাতন হলে প্রথম দিনই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড, প'ায়েত, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে প্রতিবাদী হতে হবে। তবেই ধীরে ধীরে রাজ্যে মহিলা নির্যাতন শূণ্যের কোটায় নেমে আসবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মহিলা নির্যাতন আগের চাইতে হ্রাস পেয়েছে। জাতীয়স্তরের থেকে মহিলা নির্যাতন ত্রিপুরায় ১৫ শতাংশ কম রয়েছে। একে আরও কমানোর জন্য রাজ্যের ৮ জেলায় ৮টি ওয়ান ষ্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। মহিলাদের বিরুদ্ধে যেকোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে তারা ওয়ান ষ্টপ সেন্টারে গিয়ে সহায়তা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহিলা জাগরণে দক্ষিণ ও গোমতী জেলায় ৫০০ জন মহিলাকে কাজে লাগানো হয়েছে। সরকার তাদের প্রত্যেককে প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে দেবে। ধলাই জেলায় অপুষ্টি, অশিক্ষা ও কুসংস্কার প্রতিরোধে ১,২০০ ছাত্রীকে কাজে লাগানো হয়েছে। এছাড়া রাজ্য সরকার আরক্ষা প্রশাসনে মহিলাদের নিয়োগের জন্য ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষিত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে বদলে দিতে, নারীদের সচেতন করতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সমাট বঙ্কিমচন্দ্র চ -োপাধ্যায় যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন আজকের সমাজের জনপ্রতিনিধি, ডাক্তার, ই'নীয়ার, সমাজসেবক, লেখক ও সাহিত্যিকদের সেই ভূমিকা নিতে হবে। তবেই আজকের আন্তর্জাতিক নারী দিবস সার্থক হয়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আগরতলা পুর নিগমের কাউন্সিলার মায়ারাণী সাহা, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য, সমাজসেবী দীপক কর, মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের সভাপতি তাপস চক্রবর্তী ও সম্পাদক দীপক কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধণা 'াপন করা হয়। এছাড়া এই ক্লাবের তরফে রামঠাকুর সংঘ, বিবেকানন্দ সংঘ, উদীয়মান সংঘ, সরোজ সংঘ ও একতা ক্লাবের মধ্যে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ ক্লাব প্রতিনিধিদের হাতে এই ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীগণ সংগীত পরিবেশন করেন। স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে মোট ২৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

কাছাড়ে সিআরসিসি পদে রহস্যজনক প্রার্থী, গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে যাচ্ছেন বঞ্চিতরা

শিলচর (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : সমগ্র শিক্ষার অধীনে বেশ কিছু মণ্ডল সমল কেন্দ্র সমন্বয়কের (সিআরসিসি) খালি পদ পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন চেয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি এক বিজ্ঞাপন জারি করেছিলেন রাজ্যের মিশন অধিকর্তা সমশের সিং। কাছাড় জেলার নিম্ন, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং হাই স্কুলের শিক্ষকরা জেলায় বিদ্যমান সিআরসিসি-র খালি পদের জন্য আবেদন করেন।

বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ৭ মার্চ বা এর আগে যোগ্য প্রার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড প্রদানের কথা ছিল। কিন্তু শনিবার সন্ধ্যা ৫-টা নাগাদ মোট আবেদনকারী প্রার্থীর মধ্যে বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত সংক্রান্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এক-তৃতীয়াংশ প্রার্থীকে বিজ্ঞাপনটির সেই বিধি সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে অযৌক্তিক এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে বঞ্চিত করে মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ প্রার্থীকে যোগ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করে রহস্যে ঘেরা পরিবেশে তালিকাটি সর্বশিক্ষার জেলা মিশন সমন্বয়কের কার্যালয়ের দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

এই তালিকায় ১০৬টি সিআরসিসি পদের জন্য মোট ৩০৪ জন আবেদনকারীর মধ্যে বাছাই পরীক্ষার জন্য মাত্র ২০৬ জন প্রার্থীর স্থান হয়। অনেক যোগ্য প্রার্থী নিজের নাম তালিকায় খুঁজে না পেয়ে কার্যালয়ের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কার্যালয়ের জনৈক কর্মচারী বাতিল প্রার্থীদের একটি অস্বাক্ষরিত তালিকা তাঁদের দেখান। যেখানে প্রায় ৯০ শতাংশ অযোগ্য ঘোষিত প্রার্থীর আবেদন বা প্রার্থিত্ব বাতিলের কারণ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। যেখানে বিজ্ঞাপনের শর্ত সাপেক্ষে এ সব প্রার্থী যোগ্য।

মোট ১০২ জন প্রার্থীকে অন্যায্যভাবে অযোগ্য বলে তালিকাভুক্ত করে ফাইলের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনে অন্যান্য যোগ্যতার সঙ্গে বলা হয়েছিল যে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৩০ বা তার চেয়ে কম ছাত্রছাত্রী থাকলে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সিআরসিসি পদের ক্ষেত্রে আবেদনের যোগ্য। উচ্চ প্রাথমিক এবং হাইস্কুলের ক্ষেত্রে ১:৪০। কিন্তু কাছাড়ের জেলা মিশন সমন্বয়কের কার্যালয় বিজ্ঞাপনের সেই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে এবং খেয়ালখুশিমতো একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৩০ জনের চেয়ে কম ছাত্রছাত্রী সম্পন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রার্থিত্ব বাতিল করেছেন।

অযোগ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত অনেক প্রার্থীর বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:২১, ১:২২, ১:২৩, এভাবে রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন প্রার্থী রবিবার জানান, কোনও এক রহস্যজনক কারণে তাঁদের আবেদন ইচ্ছাকৃত এবং নিয়ম বহির্ভূতভাবে বাতিল করা হয়েছে। তাছাড়া যোগ্য ঘোষিত প্রার্থীদের ১১ মার্চ অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করা হবে এবং ১৩ মার্চ লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে এক পৃথক বিজ্ঞাপনে জেলা মিশন সমন্বয়ক ঘোষণা করেছিলেন।

এ ঘটনায় একদিকে বঞ্চিত প্রার্থীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন, অন্যদিকে তাঁরা আজ রবি, সোম এবং মঙ্গলবার সরকারি ছুটির জন্য বিপাকে পড়েছেন। কাছাড়ের এক ঝাঁক বঞ্চিত প্রার্থী জেলা মিশন সমন্বয়কের কার্যালয়ের এ ধরনে তুঘলকি কাণ্ডকে সহজে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা জানান, শনিবার তাঁরা জেলা প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর বা ইতিবাচক সাড়া পাননি। তাই তাঁরা খুব শীঘ্রই এ ধরনের অন্যায় এবং বঞ্চনার সুবিচার চেয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবেন, হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান বঞ্চিত প্রার্থীরা।

খেলাধুলা

টি-২০ বিশ্বকাপ অধরা ভারতের পঞ্চমবার ট্রফি ঘরে তুলল অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ৮ মার্চ (হি.স.) : মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ অধরা ভারতের। ফাইনালে ১৮৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মাত্র ৯৯ রানেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল শেফালিরা উ যার ফলে রবিবার মেলবোর্নে ৮৫ রানে ভারতকে হারিয়ে পঞ্চম টি-২০বিশ্বকাপ ঘরে তুলল অস্ট্রেলিয়ায়।

ঠিক যেন ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালের অ্যাকশন রিপ্লে। ১৭ বছর পরে মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালেও সৌরভদের মতো সেই একই পরিস্থিতির সামনে হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। রবিবার টি-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে টসে জিতে প্রথমে প্রথমে ব্যাট করে বিশাল রানের ইনিংস খেলল অস্ট্রেলিয়া। এদিন ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই দীপ্তি শর্মাকে তিনটি চার মারেন হিলি। কিন্তু তাঁর মধ্যেই ক্যাচ তুলেছিলেন। কভারে শেফালি বর্মা তা ফসকান। বেথ মুনির ক্যাচ ছাড়েন রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়। জীবন পাওয়ার পর ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলা শুরু করলেন দুই ওপেনার। কোনও বোলারকেই রেয়াত করলেন না তাঁরা। বেশি আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছিল হিলিকে। শেষ পর্যন্ত ৩৯ বলে ৭৫ করে রাধা যাদবের বলে আউট হন হিলি। ৭টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন তিনি। তারপরে মেগ ল্যানিং, অ্যাশলি গার্ডনাররা অবশ্য বেশি রান পাননি। যদিও নিজের খেলা চালিয়ে যান বেথ মুনি। ৫৪ বলে ৭৮ করে নটআউট থাকেন তিনি। ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের হয়ে চলতি বিশ্বকাপে দারুণ বল করা শিখা পাণ্ডে ৪ ওভারে ৫২ রান দেন। দীপ্তি শর্মা ২টি, পুনম পাণ্ডে ও রাধা যাদব ১টি করে উইকেট পান।

এই রানও তাড়া করা সম্ভব ছিল যদি ভারতের টপ অর্ডার রান করত। কিন্তু তা হল না। তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল ভারতের টপ অর্ডার। চলতি সিরিজে দুরন্ত ছন্দে থাকা শেফালি বর্মাও এদিন ব্যর্থ হলেন। ফিল্ডিং করতে গিয়ে অ্যালিসা হিলির ক্যাচ ছাড়ার প্রভাব হয়তো পড়ল তাঁর ব্যাটিংয়ে। শেফালি, স্মৃতি, জেমাইমা, তানিয়া ও হরমনপ্রীত কেউই রান পাননি। বিশ্বকাপে একটাও ম্যাচে রান করতে পারলেন না স্মৃতি মান্ধানা ও হরমনপ্রীত কৌর।

অথচ তাঁদের উপরেই ভরসা ছিল সবথেকে বেশি। কিছুটা চেষ্টা করেন দীপ্তি শর্মা। তাঁর ৩৩ ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ রান। বেদা কৃষ্ণমূর্তি ১৭ ও রিচা ঘোষ ১৮ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯.১ ওভারে ৯৯ রানে অলআউট হয়ে যায় ভারত।

৮৫ রানের বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতল অস্ট্রেলিয়া। অজি বোলারদের মধ্যে মেগান শুট ৪টি ও জেস জোনাসন ৩টি উইকেট নেন।

ভারত এই প্রথম বার উঠেছিল মহিলা বিশ্বকাপের ফাইনালে। ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরের আবার রবিবারই জন্মদিন ছিল। চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ স্টেজে ভারতের পারফরম্যান্স দেখে নারী দিবসে ভারতীয় মহিলাদের হাতে কাপ দেখার আশা জেগেছিল সমর্থকদের মনে। টস হেরে হরমনপ্রীত বলেছিলেন, "আমরাও প্রথমে ব্যাট করতে চেয়েছিলাম। তবে রান তাড়া করার আত্মবিশ্বাস রয়েছে দলে। তাই বোলাররা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করলেই চলবে।" কিন্তু তা হল কোথায়। ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিং, তিন বিভাগেই ভারতকে টেক্কা দিল অস্ট্রেলিয়া। ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ হল ভারতের। ফের একবার খালি হাতেই ফিরতে হল বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলে ফিরলেন পান্ডিয়া, ধাওয়ান ও কুমারও

মুম্বই, ৮ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজের ফের ভারতীয় দলে ফিরলেন হার্দিক পান্ডিয়া। সেইসঙ্গে ফিট হয়ে দলে ফিরেছেন সিনিয়র ওপেনার শিখর ধাওয়ান ও সিমার ভুবনেশ্বর কুমারও। তবে রবিবার বিসিসিআইয়ের ঘোষিত দলে নেই রোহিত শর্মা, কেদার যাদব ও মহম্মদ শামি। এদের আসন্ন সিরিজে এদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে উ ১২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। প্রথম ম্যাচ ধর্মশালাতে। দ্বিতীয় ম্যাচ হবে লখনউতে। আর তৃতীয় ম্যাচ ১৮ মার্চ খেলা হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে।

একদিনের বিশ্বকাপের পরেই পিঠের চোটে অস্ত্রোপচার হয়েছিল হার্দিকের। তারপর থেকে রিহ্যাবে ছিলেন তিনি। ভারতীয় দলে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। কিন্তু এর আগে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ইয়ো ইয়ো টেস্ট পাশ করতে না পারায় দলে জায়গা পাননি তিনি। তবে সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক টুর্নামেন্টে ৫৫ বলে ১৫৮ করেছেন হার্দিক। সেইসঙ্গে বল হাতেও নিয়েছেন ৫ উইকেট। নির্বাচকদের বার্তা দিয়েছেন পুরো সুস্থ তিনি।

অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ডান কাঁধে চোট পান শিখর। তারপর থেকে দলের বাইরে ছিলেন তিনি। ভুবনেশ্বর কুমারের গোড়ালির চোট ছিল। তিনিও এখন ফিট। ফলে দু'জনকেই নেওয়া হয়েছে দলে। ওয়ান ডে স্কোয়াডে ঢুকেছেন শুভমান গিলও।

বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে রোহিত শর্মাকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টি ২০ ম্যাচে কাফ মাসলে চোট পান রোহিত। বাকি টুর্নামেন্ট আর খেলতে পারেননি তিনি। সেই চোট থেকে এখনও পুরো সুস্থ হতে পারেননি রোহিত। ফলে তাঁকে খেলিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে কেদার যাদব ও মহম্মদ শামিকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

বাকি দল মোটামুটি একই রয়েছে। অধিনায়কত্ব করবেন বিরাট কোহলি। রোহিত না থাকায় ওপেনার হিসেবে শিখর ধাওয়ানের সঙ্গে হয়তো দেখা যাবে লোকেশ রাহুলকে। দুই স্পিনার হিসেবে আছেন যজুবেন্দ্র চাহাল ও কুলদীপ যাদব। দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতীয় স্কোয়াড: শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্থ, মনীশ পাণ্ডে, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, যজুবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরাহ, ভুবনেশ্বর কুমার, নবদীপ ।

রবিবার মেলবোর্নে মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া ভারত-অস্ট্রেলিয়া দুই দল

মেলবোর্ন,৮ মার্চ (হি.স.) : রবিবার প্রথমবারের জন্য টি-২০ বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া ভারতের প্রমিলাবাহিনী উ অন্যদিকে মেলবোর্নে ম্যাচ জিতে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে হারের বদলার পাশাপাশি পঞ্চমবার কাপ ঘরে তুলতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়াও। ঘরের মাঠে ফাইনাল ম্যাচে আত্মবিশ্বাসে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া উ তবে শেফালি বর্মা —স্মৃতি মান্ধনাদের ফর্ম এগিয়ে রাখছে ভারতকে।

এদিন আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে এই প্রথমবারের জন্য ফাইনাল খেলতে চলেছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেই সঙ্গে আবার ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউরের জন্মদিন। একই দিনে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত। অজিদের হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে সেরা উপহার দিতে পারবে উইমেন ইন ব্লু। সেই সঙ্গে নিজেকেও কেরিয়ারের সেরা জন্মদিনের উপহার দেওয়ার সুযোগের সামনে ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কউর।

এর আগে অস্ট্রেলিয়া চার বার মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে। ২০১০, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ সব মিলিয়ে চারবার অজিরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পঞ্চম খেতাবের লক্ষ্যে এবার রবিবার মাঠে নামবে দল। সেইসঙ্গে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি অজিদের সামনে। ফাইনালে তাই বদলার ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সামনে।

এবারের টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল ভারত। ফাইনালেও সেই দু'দলই মুখোমুখি হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় চারবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই সহজ হবে না। তবে শেফালি, পুনম যাদব, শিখা পাণ্ডেরা যা পারফরম্যান্স দেখাচ্ছেন, তাতে জয়ের আশা করতেই পারেন ভারতের সমর্থকরা। গ্রুপের চারটি ম্যাচই জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছয় ভারত। বৃষ্টির জন্য ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষচারের ম্যাচটি ভেস্তে যায়। গ্রুপের শীর্ষে থাকার সুবাদে ফাইনালে ওঠে ভারত। অন্যদিকে, বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। কাল চূড়ান্ত লড়াই। হরমনপ্রীতরা কি ২০০৩ বিশ্বকাপে সৌরভদের হারের বদলা নিতে পারবেন?

ফাইনালে টসে জিতে ব্যাট হাতে চালকের আসনে অস্ট্রেলিয়া

মেলবর্ন, ৮ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে মেয়েদের টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মেগ ল্যানিং।

এদিন প্রথম ওভারেই অজিদের সঙ্গ দেয় ভাগ্য দেবতা। হিলির সহজ ক্যাচ ছাড়েন কভারে ফিল্ডিং করা শেফালি বর্মা। হিলি এবং বেথ মুনির দাপটে ভর করে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১৫ ওভারে অজিরা এক উইকেট হারিয়ে তুলেছে ১৪২। ভারতের হয়ে একটি উইকেট পেয়েছেন রাধা যাদব। ৩৯ বলে ৭৫ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলার পর বেদা কৃষ্ণমূর্তির হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন হিলি। ৭টি চার ও ৫টি ছক্কা হাকান এই অজি তারকা। হিলির পর হাফ-সেঞ্চুরি করেন বেথ মুনি। তিনি ব্যাট করছেন ৪১ বলে ৫০ রানে।

উল্লেখ করা যেতে পারে র আগে অস্ট্রেলিয়া চার বার মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে। ২০১০, ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৮ সব মিলিয়ে চারবার অজিরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পঞ্চম খেতাবের লক্ষ্যে এবার রবিবার মাঠে নামবে দল। সেইসঙ্গে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল এই দুই দল। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হারতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি অজিদের সামনে। ফাইনালে তাই বদলার ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সামনে। ফাইনালে নামার ৪৮ ঘণ্টা আগেই মাইন্ড গেম শুরু করে দিল অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার প্লেয়িং ইলেভেন: অ্যালিসা হিলি (উইকেটকিপার), বেথ মুনি, মেগ ল্যানিং (ক্যাপ্টেন), অ্যাশলে গার্ডনার, রাচেল হেইন্স, জেস জোনাসেন, সোফি মলিনাক্স, নিকোল ক্যারি, ডেলিসা কিমিন্স, জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম ও মেগান শুট।

ভারতের প্লেয়িং ইলেভেন: শফালি বর্মা, স্মৃতি মন্ধনা, হরমনপ্রীত কউর (ক্যাপ্টেন), জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, তানিয়া ভাটিয়া (উইকেটকিপার), বেদা কৃষ্ণমূর্তি, শিখা পান্ডে, রাধা যাদব, পুণম যাদব ও রাজেশ্বরী গায়কোয়াড়।

মহিলা ক্রিকেট দলের উদ্দেশে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর টুইট

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.) "টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতীয় দলকে অনেক শুভেচ্ছা। এই প্রতিযোগিতা শুরুর পর প্রথম থেকেই প্রতিটি খেলা নিয়মিত দেখছি। দেশের মুখ আপনারা উজ্জ্বল করুন।" ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের টিটোয়েন্টি হ্যান্ডেলে এই মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে খেলবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল।

জাগরণ 9 January, 2020, Monday আগরতলা ৯ মার্চ, ২০২০ ইং, ■ ২৫ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে র‍্যালীর আয়োজিত করে। ছবি- নিজস্ব।

সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়া ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। রাজ্যে এই প্রথম গ্রামীণ এলাকায় একসঙ্গে ৪৪০টি গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে রাজ্য সরকার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে। মাত্র ৭২ ঘন্টা সময়ের মধ্যে ১২৭ কিমি সড়ক নির্মাণ করা হবে। এরফলে ১.৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টির মাধ্যমে ৬০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ বামুটিয়া ব্লকের ভাগলপুর গ্রাম প'ায়েতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় এম জি এন রেগা ও চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অধীনে মিশন মুডে ৪৪০টি ইট সলিং সড়কের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকার এই রাস্তাগুলি নির্মাণ করা হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, যে কোনও জনকল্যাণকামী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল জনগণকে স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়া। রাজ্যের বর্তমান সরকার শুরু থেকেই বিভিন্ন দপ্তরে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যে ই-স্ট্যাম্পি, ই-পি ডি এস, ই-চালান, ই-বাহন, ই-ডিস্ট্রিক্ট ইত্যাদি পরিষেবা চালু হয়েছে। এরফলে রাজ্যের উন্নয়ন কাজ যেমন ত্বরান্বিত হবে তেমনি রাজ্যের জনগণও কম সময়ে অধিকতর সুবিধা পাবেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ই-পি ডি এস ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে এখন প্রক'ত ভোক্তারাই তাদের রেশন সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারছেন। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধির মাধ্যমে রাজ্যের ক'ষকরা এখন বছরে ৬ হাজার টাকা করে পাচ্ছেন। রাজ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ক'ষক এই প্রকল্পে উপক'ত হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্পগুলি যথাযথভাবে ও সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এরফলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) লক্ষ্যমাত্রার ৮৭ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (আরবান) লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় ৯১ শতাংশ এবং প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনায় লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ কাজ করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আয়ুমান ভারত যোজনায় রাজ্যের ২০ লক্ষ ৫৬ হাজার মানুষকে স্বাস্থ্য বীমার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতিমধ্যেই লক্ষ্যমাত্রার ৭৫ শতাংশ মানুষকে আয়ুমান ভারত যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। অটল জলধারা মিশনের মাধ্যমে ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে বিনামূল্যে জলের সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৫৬ হাজার পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে উন্নয়নমূলক কাজ করে যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, রাজ্যবাসীর জন্য আজকের দিনটি নিশ্চয়ই গর্বের দিন। কারণ এর আগে এতবড় কাজ রাজ্যে কখনো নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার উন্নয়নের সঠিক দিশায় চলছে বলেই এই কাজ করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার ও সমাজ একই দিশায় চললেই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। গ্রামের বিকাশ হলেই জনগণের বিকাশ হবে। তাই গ্রামীণ বিকাশকে নতুন দিশা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ রাখেন বিধায়ক ক'ষ্ণধন দাস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. সন্দিপ মাহাত্মে। অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মোহনপুর ব্লক, লেফুঙ্গা ব্লক এবং জিরানীয়া ব্লক এলাকাতেও ইট সলিং রাস্তার নির্মাণ কাজের সূচনা করেন। লেফুঙ্গা ব্লকের বীরমোহন এ ডি সি ভিলেজে একটি ইট সলিং রাস্তার সূচনা করে উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের এ ডি সি এলাকার পানীয় জলের ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে দু'টি টি এস আরের (ইণ্ডিয়ান রিজার্ভড) ব্যাটিলিয়ানে লোক নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই দু'টি ব্যাটিলিয়ানে জনজাতি অংশের যুবকরা যাতে বেশী করে নিযুক্ত হতে পারে সে জন্য নিয়োগের নিয়মনীতি শিথিল করার জন্য কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ার ফলে এখন থেকে জনজাতি অংশের অষ্টম শ্রেণী পাশ যুবকরাও আবেদন করতে পারবে।

করিমগঞ্জের সেপেনজুড়িতে বিএসএফ-এর স্বাস্থ্য শিবির, উপকৃত অসম-ত্রিপুরার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ মার্চ।। অসমের করিমগঞ্জ জেলার অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী সেপেনজুড়িতে অবস্থিত বিএসএফ-এর ১৬৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টার এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে। সেপেনজুড়ি বিএসএফ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের কমান্ড্যান্ট এস আর বেরুয়া, হেডকোয়ার্টারের চিকিৎসক, সব স্তরের আধিকারিক ও জওয়ানরা স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিচালনা করেছেন। ছিলেন সেপেনজুড়ি চা বাগানের ম্যানেজার ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক জয় কানু-সহ অন্যরা।

আজকের স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৩০০ শতাধিক স্থানীয় জনগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা করিয়েছেন। বিএসএফ-এর অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্থানীয়দের রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধও প্রদান করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে অসম ও ত্রিপুরা উভয় রাজ্যের জনগণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধ প্রদানের পর উপস্থিত অতিথি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে সেপেনজুড়ির ১৬৬ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টারের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি নানা সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন ও সৌভ্রাতৃত্ব অটুট রাখা, সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করা, শারীর চর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন খেলাধুলা, এমন-কি সাধারণ জনগণের কথা চিন্তা করে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে থাকেন সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃপক্ষ।

করোনা নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৫ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী।

সম্প্রতি নিজের ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন জানিয়েছিলেন যে করোনা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর এমন মন্তব্যকে কটাক্ষ করে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, করোনা রোধে সর্বজনীন প্রকল্প গ্রহণ না করে রোগটিকে নিয়ন্ত্রণিত বলে সাধারণ মানুষকে ভোলানোর চেষ্টা করে চলেছে। এটা এমন যে টাইটানিক জাহাজ ডুবছে আর ক্যাপ্টেন লোকেদের বলছে ভয় পাবেন না। এই জাহাজ ডুববে না। পর্যাপ্ত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে হবে কেন্দ্রের।

আর্তের সেবায় ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা নেয় ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির একশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ জনিয়র রেডক্রস এবং স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রাজ্যভিত্তিক পেইন্টিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাজভবনের মিনি দরবার হলে রাজ্যপাল রমেশ বৈস এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করে রাজ্যপাল বলেন, ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি আমাদের সমাজের উন্নয়নে একটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে আসছে। আর্তের সেবায় ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি অগ্রণী ভূমিকা নেয়। রক্তদান সহ আন্যান্য সমাজসেবামূলক কাজেও ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটির অবদান উল্লেখযোগ্য। রাজ্যপাল বলেন, সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষের উত্তরণেও ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি উল্লখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি ত্রিপুরা শাখা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় রাজ্যপাল সন্তোষ ব্যক্ত করেন। এই পেইন্টিং প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৩১ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইণ্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক তুষারকান্তি চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডা. বিভাষ কিলিকদার এবং সদস্য ডা. বিকাশ রায়।

নারী দিবস উপলক্ষে মহিলা কংগ্রেসের লিফলেট বিলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাজ্য মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহিলাদের মর্যাদা, সুরক্ষা ও অধিকার সম্বলিত লিফটলেট বিলি করা হয়। এদিন বৃদ্ধাশ্রমে অবস্থানরত যাদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করে রাজ্য মহিলা কংগ্রেস। এদিকে কেন্দ্রীয় মহিলা কংগ্রেসের ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী কিম হেকিম জানান, প্রধানমন্ত্রী নারী দিবসে উনার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট হান্ডেল করার কথা বলেছেন অথচ উনার মন্ত্রিসভার সদস্য যারা নারী নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত তাদের প্রতি কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তিনি এগুলি করে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা ফেরানো যাবে না। এদিন বিকেল নারী জাগরণে কেটি র‍্যালি ও মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মহিলা উন্নয়ন সেলের উদ্যোগে নারী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ ।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মহিলা উন্নয়ন সেলের উদ্যোগে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় মহিলা আত্মনির্ভরশীল হওয়া, মহিলা সম্মান ও মর্যাদা সহ তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীরা যাতে এগিয়ে এসে সুস্থ সমাজ গঠনে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হাত বাড়ায় তার জন্য এই আলোচনা সভা।

পুলিশ মহানির্দেশককে ডেপুটেশন বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। আমরা বাঙালী দলের শাখা সংগঠন বাঙালী ছাত্রযুব সমাজের পক্ষ থেকে পুলিশ মহানির্দেশককে এক ডেপুটেশান প্রদান করা হয় রবিবার। রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে উচ্চস্তরে মাইক বাজিয়ে রাজনৈতিক কর্মসূচী বন্ধ করার দাবিতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বছরের প্রতিটি দিনই নারীর সমতার বিষয়ে সমাজকে অনুভব করাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। নারীর সমানাধিকারের জন্য সারা পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছে। তাতে অনেকটা সাফল্যও এসেছে। তবে মহিলাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতে হবে। তাদের স্বরোজগারি করতে হবে। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত আলোচনা সভার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনার মূল ভাবনা ছিল 'আই এম জেনারেশন ইকুয়ালিটি, রিয়েলাইজিং ওমেনস রাইট'।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বছরের প্রতিটি দিনই যদি আমরা নারীর সমতার বিষয়ে সমাজকে অনুভব করাতে পারি তবেই তাদের সমতা আসবে। এই সমতা একদিনে আসবেনা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজে এখনো পণ প্রথা লুকিয়ে আছে। তবে তা অন্য রূপে। দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই মেয়ের বিয়েতে না চাইতেও দামী দামী জিনিসপত্র দেওয়া হচ্ছে। এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, নারীকে স্বাবলম্বী করতে, স্বনির্ভর করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ করছে। সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তর এসব প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এসব প্রকল্প বিষয়ে আরও সচেতনতা প্রয়োজন। এজন্য মহিলা ভলান্টিয়ার, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়িকর্মী, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন কাজ করছে। এসব কিছুর পরও সমানাধিকারের জন্য মহিলাদের আর্থিক সমতাই মুখ্য বিষয়। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্য ছোট হলেও এখানে প্রায় ২৪ হাজার স্বসহায়ক দল রয়েছে। এরমধ্যে বেশীরভাগই মহিলা দ্বারা পরিচালিত। তিনি বলেন, তাদের স্বয়ংসম্পর্ণ করার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন কিছু শুরু করার আগে বেশী ভাবলে হবেনা। কাজ শুরু করতে হবে। সামনে বাঁধা এলে তা মোকাবিলা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে মহারাণী তুলসীবতী, কা'নপ্রভা দেবী, সরোজিনী নাইডু প্রভ'তি ব্যক্তিত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সমাজের সবক্ষেত্রে মহিলাদের এগিয়ে আসতে হবে। মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে যে আমি এই কাজটি করতে পারবই। আপনারা যে দায়িত্ব পেয়েছেন তা সঠিকভাবে পালন করতে হবে। আমরা চাই আমাদের রাজ্যেও সরোজিনী নাইডু, ঝাঁসির রাণী, মতঙ্গিনী হাজরার মতো ব্যক্তিত্ব তৈরী হোক।

অনুষ্ঠানের সভাপতি সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, সারা রাজ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দিনটি পালন করা হচ্ছে। মহিলাদের অধিকার রক্ষায় তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর কাজ করছে। এ বিষয়ে তিনি নারী কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। আলোচনায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার দেব বলেন, বর্তমান সরকার মহিলাদের কল্যাণে, তাদের যোগ্য সম্মান দেওয়ার জন্য কাজ করছে।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, নারী পুরুষ উভয়ে মিলেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সমাজের প্রতিটি কাজে অংশ নিতে হবে। আলোচনায় অংশ নিয়ে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়ী ব্লক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে সংবর্ধনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী ব্লক কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাসকে সংবর্ধনা জানিয়ে এক পথসভার আয়োজনকরাহয়। আজ বিকেল ৩ ঘটিকায় জোলাইবাড়ী গ্রামীনব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে এই সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিতহয়। কংগ্রেস কতৃক আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পিযুষ কান্তি বিশ্বাস, প্রদেশ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হরেকৃষ্ণ ভৌমিক, প্রাক্তন বিধায়ক রাজেশ্বর দের্বমা, প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ মুহুরী, জোলাইবাড়ী ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ব্রজ ত্রিপুরা, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি পুজন বিশ্বাস ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতেগিয়ে বক্তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের তিব্র সমালোচনা করে। বক্তারা উনাদের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেসকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান।

প্রয়াত আইনজীবী ভাস্কর দেবরায়ের বাড়িতে তার মায়ের সাথে সাক্ষাত করেন রবিবার আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

১৩তম শুভ জন্মদিন

অন্বেষা সরকার

জন্মঃ ০৯/০৩/২০০৮ইং
পিতা - অপুরাম সরকার
মাতা - লিলু দে সরকার
দাদা ঠাকুর ঃ
স্বর্গীয় দীনেশ চন্দ্র সরকার
ঠাকুর মা ঃ
স্বর্গীয়া অরুণা রানী সরকার।
ঠাকুর দাদা ঃ
স্বর্গীয় মনীন্দ্র চন্দ্র দে
দিদা ঃ
স্বর্গীয়া পুতুল দে
খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতী জেলা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।